NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ মৌলবাদীদের দখলে বাংলাদেশ, হিন্দুরা বিপন্ন, লিখেছেন প্রদীপ মারিক

নবদম্পতিদের দুয়ের বেশি সন্তান জন্মের পরামর্শ মোহন ভাগবতের ৭

কলকাতা ২ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 2.12.2024, Vol.18, Issue No. 171 8 Pages, Price 3.00

বৈঠক সোমে

■ ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি নিয়ে জটিলতা না-কাটলে সোমবার থেকে ধর্মঘটে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। এর জেরে মঙ্গলবার থেকে ফের খোলাবাজারে আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। সরকারের সদিচ্ছার অভাব নেই। জট কাটাতে সোমবার একটি বৈঠকও ডাকা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

সিদ্ধান্ত বিজেপির

■ মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি এবং তাতে পূর্ণ সমর্থন থাকবে তাঁর, জানালেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। রবিবার তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী পদে কে বসবেন, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরের কটাক্ষ, নির্বাচনের ফল ঘোষণার সাত দিন পরেও মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত করতে পারেনি মহাজুটি শিবির। এ ভাবে আসলে মহারাষ্ট্রের মানুষকেই অপমান করা হচ্ছে।

একলা চলো

■ আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি একাই লড়বে বলে রবিবার ঘোষণা করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জানিয়ে দিলেন, ইন্ডিয়া জোট নয়, একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। নিঃসন্দেহে তাঁর এই মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মনে করা হচ্ছে, এর ফলে বড়সড় ধাক্কা খেল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট।

হত ৭

■ পুলিশের অভিযানে তেলেঙ্গানার মুলুগুতে অন্তত ৭ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে মাও নেতা বদ্রু ওরফে পাপান্না। ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, রবিবার সকালে তেলেঙ্গানার মুলুগু জেলার এতুরনাগারামের চালপাকা অরণ্যে অভিযান চালায় পুলিশ ও নকশাল-বিরোধী বিশেষ বাহিনী 'গ্রেহাউন্ড'। আর এরপরই গুলির লড়াইয়ে হত ৭ মাওবাদী।

ফেনজল তাণ্ডব

■ শনিবার রাতভর ঘূর্ণিঝড় ফেনজলের তাণ্ডব থাকলেও, রবিবার সকালে তা শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। দুর্যোগের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত চেন্নাই-পুদুচেরির বিস্তীর্ণ এলাকা। গত তিরিশ বছরে একদিনের সর্বোচ্চ ৪৬ সেন্টিমিটার বৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছে পুদুচেরি। চেন্নাইয়ে ফেনজলের প্রকোপে তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

বাংলা-দ্বেষ

চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন মামলার শুনানি মঙ্গলে

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর: রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গ্রেপ্তার সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন মামলার শুনানি হবে আগামী মঙ্গলবার। গত সোমবার চট্টগ্রাম পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে পরের দিন চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরায় জামিনের আর্জি নামঞ্জুর হয়ে যায়। বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। চিন্ময়ের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘুরা প্রতিবাদ, বিক্ষোভ শুরু করেছেন। তার আঁচ পড়েছে এ পার বাংলাতেও। চিন্ময়কৃষ্ণের নাগরিক অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে দিল্লি থেকেও ঢাকাকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। চিন্ময়ের পাশে দাঁড়িয়েছে ইসকনও। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য রবিবার বিশ্বজুড়ে শান্তিপ্রার্থনার ডাক দিয়েছে ইসকন। মঙ্গলবার ফের বাংলাদেশের আদালতে শুনানি হবে চিন্ময়ের মামলা। ওই দিন তাঁর জামিন কি না সেই উত্তরের অপেক্ষায় আপাতত তাকিয়ে রয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সনাতনী ধর্মাবলম্বীরা।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য একাধিক ধর্মীয় সংগঠন মিলে গঠন করে 'সনাতনী জাগরণ মঞ্চ'। ওই মিলিত মঞ্চের অন্যতম মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাস। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট এলাকায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের লালদিঘির মাঠে চিন্ময়ের ডাকে আয়োজিত সমাবেশে প্রচুর সংখ্যালঘু মানুষ সেখানে ভিড় করেন। অভিযোগ, সে দিনেই চট্টগ্রামের নিউ মার্কেট চত্বরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ওপরে ধর্মীয় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ওই ঘটনার পর ৩০ অক্টোবর চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু হয়। অভিযুক্তের তালিকায় রাখা হয় চিন্ময়কেও। এরপরে গত সোমবার ঢাকা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ থামেনি। জানা গিয়েছে, শুক্রবারও চট্টগ্রামে একটি মন্দিরে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং দোকানেও ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ। চিন্ময়ের গ্রেপ্তারির পরে চট্টগ্রাম পুলিশ জানিয়েছে, রুদ্রপতি কেশব দাস এবং রঙ্গনাথ শ্যামসুন্দর দাস নামে আরও দুই সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে মামলায় চিন্ময়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত তদন্তে সন্দেহভাজন হিসাবে ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। সূত্রের খবর, চট্টগ্রামের জেলে ধৃত চিন্ময়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। চিন্ময়কৃষ্ণকে খাবার, ওষুধ এবং কিছু টাকা দিতে গিয়েছিলেন। রাতে সেখান থেকে ফেরার পথে তাঁদের হেপাজতে নেয় পুলিশ। প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রিন্সিপাল স্বতন্ত্র গৌরাঙ্গ দাস বলেন, 'জেলে চিন্ময়কৃষ্ণকে খাবার দিতে গিয়ে আমাদের দু'জন সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছেন। ওঁদের ভয়েস মেসেজ থেকেই এই তথ্য জানতে পেরেছি আমি। ওঁরা জানিয়েছে, কোতোয়ালি থানায় তাঁদের আটক করা হয়েছিল। পরে তাঁদের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।' বাংলাদেশের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রায় ৫৪ জন সংখ্যালঘুকে বেনাপোল সীমান্ত পার করার অনুমতি দেয়নি সে দেশের অভিবাসন পুলিশ। ওপার বাংলার সংবাদমাধ্যমের দাবি, তাঁরা ইসকনের ভক্ত। বেনাপোলে অভিবাসন চেকপোস্ট সূত্রে খবর, ভারতে তাঁদের ভ্রমণ সন্দেহজনক মনে করেই ৫৪ জন বাংলাদেশি যাত্রীকে সীমান্ত পার করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

শনিবার রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকায় বাংলাদেশের এক মহিলা সাংবাদিককে কিছু মানুষ ঘিরে ধরেছিলেন বলে অভিযোগ। পরে তেজগাঁও থানার পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। ঢাকা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই মহিলা সাংবাদিককে আটক করা হয়নি। নিরাপত্তার জন্য তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয়। ওই সাংবাদিকের নামে চারটি মামলা রয়েছে। সেগুলিতে জামিনের শর্তে তাঁকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেপ্তারির পর থেকে এমন অনেক ঘটনা এবং অভিযোগ উঠে এসেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। চিন্ময় বাংলাদেশ ইসকনের প্রাক্তন সদস্য। গ্রেফতারের অনেক আগেই শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে বহিষ্কার করেন ইসকন কর্তৃপক্ষ। তবে সংখ্যালঘুদের উপর একের পর এক অত্যাচারের অভিযোগ এবং চিন্ময়ের গ্রেফতারির পর, সংগঠনের প্রাক্তন সদস্যের পাশে দাঁড়িয়েছে ইসকন। বিবৃতি দিয়ে ইসকন জানিয়েছে, সংগঠনের সঙ্গে বর্তমানে চিন্ময়ের কোনও যোগ নেই। তবে তাঁর সঙ্গে কোনও দূরত্ব তৈরি করা হয়নি। দিল্লি থেকেও বার বার ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়েছে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে দিল্লি উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু-সহ প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সে দেশের সরকারের, তা-ও জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

ব্রিটেনের সংসদেও বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা উঠেছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থানের নিন্দা করেছেন ব্রিটেনের কনজারভেটিভ দলের সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান। লেবার পার্টি পরিচালিত ব্রিটেন সরকারকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেছেন তিনি। ওপার বাংলায় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্নের মুখে পড়ছে অন্তর্বর্তী সরকার। যদিও বাংলাদেশের তদারকি সরকারের বক্তব্য, সে দেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপদই রয়েছেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য দেশের হস্তক্ষেপ অপছন্দ অন্তর্বর্তী সরকারের।

ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে আক্রান্ত বেলঘরিয়ার যুবক

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর: ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আক্রান্ত বেলঘরিয়ার যুবক। নাম সায়ন ঘোষ। দিন দশেক আগেই গিয়েছিলেন তিনি। তিন দিন পরেই ফেরার কথা ছিল দেশে। অভিযোগ, তার আগেই ঢাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় কয়েকজন দুষ্কৃতীর হাতে আক্রান্ত হন তিনি। কোনও রকমে বন্ধুর সাহায্যে প্রাণ বেঁচে দেশে ফিরেছেন। ভয়ার্ত মুখে সেই অভিজ্ঞতার কথা জানান সায়ন।

বেশ কিছুদিন সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল বাংলাদেশের একাংশ। অভিযোগ,

একের পর এক সংখ্যালঘু নেতা, সন্ন্যাসীদের গ্রেপ্তার করছে বাংলাদেশের পুলিশ। তাঁদের মুক্তির দাবিতে পথে নেমেছেন সে দেশের সনাতনীরা। প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেকের আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছে। এহেন বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন বেলঘরিয়ার বাসিন্দা সায়ন ঘোষ। রক্তাক্ত অবস্থায় দেশে ফেরেন তিনি। বাড়ি ফিরেই বাংলাদেশের পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন বেলঘরিয়ার যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলঘরিয়ার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের দেশপ্রিয় নগর এলাকার বাসিন্দা সায়ন। ২৩ নভেম্বর ঢাকায় বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। ফেরার কথা ছিল নভেম্বরের ২৬ তারিখ। অভিযোগ, ফেরার আগের দিন বন্ধুর সঙ্গে ঢাকার বাজারে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন সায়ন। সে সময়ই আচমকা একদল লোক এসে তাঁদের ঘিরে ধরেন। ভারত থেকে গিয়েছেন শুনেই নাকি তাঁর ওপর চড়াও হন তাঁরা। প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করা হয়। তবে এই ঘটনা দেখেও এগিয়ে আসেননি কেউই। শেষ পর্যন্ত ওই বন্ধুর তৎপরতায় দুষ্কৃতীরা পিছু হটে। তবে তত ক্ষণে রক্তে ভেসে যাচ্ছে সায়নের গোটা শরীর। সায়নের অভিযোগ, থানায় গিয়েও কোনও লাভ হয়নি। প্রথমেই পুলিশ চিকিৎসা করে আসতে বলে। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনও সাহায্য করেনি। তারপর আহত অবস্থাতেই একের পর এক হাসপাতালে ঘুরেছেন সায়ন এবং তাঁর বন্ধু। কেউই সায়নের চিকিৎসা করতে রাজি হননি। শেষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে এসে চিকিৎসা হয় তাঁর। অভিযোগ, সায়নের কাছে থাকা মোবাইল এবং টাকাপয়সা সব কেড়ে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ওই অবস্থাতেই ভয়ে গেদে সীমান্ত থেকে চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে চলে আসেন সায়ন। বাড়ি ফিরেই বেলঘরিয়া থানায় এবং গেদে সীমান্তের শুল্ক অফিসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সায়ন। সোমবার কলকাতায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসে সব বিষয় জানিয়ে অভিযোগ করবেন বলে জানান তিনি। বাড়ি ফিরে এসেও আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে সায়নের। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশে থাকা তাঁর বন্ধুর জন্যও চিন্তা হচ্ছে তাঁর। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ভারত বার বার অনুরোধ করেছে সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে। বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে দিল্লি উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু-সহ প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সে দেশের সরকারের, তা-ও জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক।

শুক্রে রামমন্দির যেতে পারেন শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারই রামমন্দিরে রামলালার দর্শন করতে অযোধ্যায় যেতে পারেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিজেপি বিধায়করা। জানা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আগামী শুক্রবার সকালের বিমানে অযোধ্যার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা তাঁদের। এ বছর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিনই সম্মুখে আনা হয় রামলালার মূর্তি। ফেব্রুয়ারি মাসে বিজেপি বিধায়কদের অযোধ্যা যাওয়ার কর্মসূচি লোকসভা ভোটের ব্যস্ততার কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। ভোটে উত্তরপ্রদেশে অপ্রত্যাশিত ভাবে খারাপ ফল করেছিল বিজেপি। এমনকি অযোধ্যার লোকসভা আসন ফৈজাবাদ কেন্দ্রেও বিজেপি সাংসদ লাল্লু সিংহকে হারিয়ে জয়ী হন সমাজবাদী পার্টির বর্ষীয়ান নেতা অবধেশ প্রসাদ। গত লোকসভা ভোটে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনেও ব্যর্থ হয় বিজেপি।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের ন'টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছিল। সেই উপনির্বাচনে আবার হারানো জমি ফিরে পেয়েছে যোগী আদিত্যনাথ নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার। তাই আবার নতুন উদ্যমে

কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব রামমন্দিরকে তাদের বড়সড় সাফল্য হিসেবে জাতীয় রাজনীতিতে তুলে ধরতে চাইছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাই সারা দেশের বিজেপি নেতারা আবার অযোধ্যামুখী হয়েছেন।

এ বার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির বিধায়করা অযোধ্যায় যেতে পারেন বলে খবর। বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের কারণে বেশির ভাগ বিধায়ক কলকাতায় থাকবেন। আর শুক্র থেকে রবিবার টানা তিন দিন বিধানসভার অধিবেশনে বিরতি রয়েছে। তাই এই তিন দিনই রামলালার দর্শন করে কলকাতা ফিরে আসতে চান বিজেপি বিধায়করা।

শেষ মুহূর্তে কোনও কর্মসূচি বা অনুষ্ঠান না থাকলে বেশির ভাগ বিধায়কই অযোধ্যায় যাবেন বলে বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর। তা ছাড়া লোকসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত ফলের পর, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রের মতো টাফ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে যে ভাবে বিজেপি বৈতরণি পার হয়েছে, তাতে আবার দল কট্টর হিন্দুত্বের লাইনেই এগোতে চাইছে। আর সেই অস্ত্রে শান দিতেই অযোধ্যার রামমন্দির দর্শনে যাওয়াকে অন্যতম হাতিয়ার করতে চাইছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা।

শুক্রবার অযোধ্যা গিয়ে রামলালার দর্শন করে ওই দিনই কলকাতায় ফিরতে পারেন বিরোধী দলনেতা। তবে এমন কিছু বিধায়ক রয়েছেন, যাঁরা অযোধ্যায় থেকে কয়েক বার রামলালার দর্শন করতে চান। তাই তাঁদের রবিবার পর্যন্ত অযোধ্যায় থাকার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। কারণ, ৯-১০ তারিখে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দু'দিন বিরোধী দলনেতা সব বিজেপি বিধায়ককে অধিবেশনে থাকতে বলেছেন বলেই সূত্রের খবর। তবে বিজেপি পরিষদীয় দল থেকে ভগবানপুরের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতি গত জানুয়ারি মাসে রামমন্দির উদ্বোধনের সময়ই অযোধ্যায় রামলালার দর্শন করে এসেছেন। তিনি আবারও রামলালার দর্শন পেতে অযোধ্যা যেতে চান বলে জানিয়েছেন।

আবাসের 'কাটমানি' ফেরত চেয়ে দুষ্কৃতীদের বেধড়ক মারে মৃত প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: আবাস যোজনার তালিকায় নাম না আসায় তৃণমূল কর্মীর কাছে টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়র। বেধড়ক মারধর খেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার একদিন পরেই মৃত্যু হল আক্রান্ত ওই প্রৌঢ়র। আর যা ঘিরেই রবিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুরে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম কালু শেখ (৫৭)। তাঁর বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুকুন্দপুরে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, লিখিত অভিযোগ হয়নি। অভিযোগ হলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কালু শেখের কাছে দু'হাজার টাকা নিয়েছিলেন স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা। টাকা দেওয়ার পরেও আবাস যোজনার ফাইনাল তালিকায় নাম আসেনি কালু শেখের। স্বাভাবিক কারণেই মিঠুন শেখ নামে তৃণমূল কর্মীর কাছে সেই টাকা চাইতে গিয়েছিলেন ওই কালু শেখ। অভিযোগ, সে সময়েই কালু শেখকে দলবল নিয়ে বেধড়ক মারধর করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়।

গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার সন্ধ্যার ঘটনা। রাতেই কালু শেখের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। রবিবার সেখানে মৃত্যু হয় কালু শেখের। কালু শেখের পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, ওই তৃণমূল কর্মী তাঁকে আবাস যোজনায় বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার কথা বলেন। সেজন্য ওই তৃণমূল কর্মীকে ২০০০ টাকাও দেন লালু শেখ। আবাস যোজনার তালিকা প্রকাশিত হলে দেখা যায়, তাতে তাঁর নাম নেই। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মিঠুন শেখের কাছে টাকা চাইতে গেলে বচসা বাধে। অভিযোগ, তখনই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। লোহার রড ইট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাঁর কান দিয়ে রক্তপাতও হয়। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত মিঠুন শেখ। মৃতের দাদা মজিবুর রহমান বলেন, ভাইকে নৃশংস ভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। ভাইয়ের অপরাধ টাকা ফেরত চেয়েছিল। তৃণমূলের জমানাতেই এটা সম্ভব। মৃতের ভাইপোবলেন, আবাস যোজনা দুর্নীতিতে ঢেকেছে। ঘটনায় জড়িত সকলের দৃষ্টান্তমূলক সাজা চাই।

রিলকে 'টেক্কা' রিয়েলের, ব্যাঙ্ক লুঠে ধৃত 'বান্টি-বাবলি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সর্ষের মধ্যেই ভূত!

পুজোয় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিকে 'টেক্কা' দিল মহেশতলায় এসবিআইয়ের ব্রাঞ্চে ব্যাঙ্ক লুঠের ঘটনা। প্রাক্তন নন ব্যাঙ্কিং স্টাফই ছক কষে ডাকাতি করেছিলেন। এই ডাকাতির তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে এক দম্পতির গ্রেপ্তার ফের মনে করাল হিন্দি ছবি 'বান্টি অউর বাবলি'র কথাও। এই ডাকাতির ঘটনায় ওই ব্যাঙ্কেরই প্রাক্তন নন ব্যাঙ্কিং স্টাফ-সহ তিনজনকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আরিফ হুসেন, তাঁর স্ত্রী রুবিনা হুসেন এবং তাঁর ভাই সায়েফ হুসেন। ব্যাঙ্ক থেকে খোয়া যাওয়া ৩ কোটি টাকার সোনা ও ৭৫ লক্ষ টাকা ক্যাশ উদ্ধার হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজকে হাতিয়ার করে তদন্ত শুরু করে মহেশতলা থানার পুলিশ। যদিও এসবিআই শাখার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পাননি পুলিশ আধিকারিকরা। তবে পার্শ্ববর্তী বেসরকারি ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ফুটেজেই মেলে সাফল্য। ফুটেজে ওই ব্যাঙ্কের কর্মী ও তাঁর স্ত্রীকে

দেখা যায় বলে খবর পুলিশ সূত্রে। শনিবার ভোরে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

একইসঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, আরিফ হুসেন ওই ব্রাঞ্চেরই নন ব্যাঙ্কিং স্টাফ ছিলেন। কিন্তু কোনও একটি কারণবশত ২ মাস আগে তাঁর চাকরি চলে যায়। এরপরই স্ত্রী ও ভাইকে নিয়ে ডাকাতির ছক কষেন তিনি। এরপর তদন্তে নেমে রবিবার হাওড়ার উলুবেড়িয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য আফিরকে পুলিশ ওই ব্রাঞ্চে যায়। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গত শুক্রবার মহেশতলার বাটামোড়ের এসবিআইয়ের ব্রাঞ্চে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ওই দিন নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্ক খুলতে গিয়ে প্রথমে বিষয়টি লক্ষ্য করেন নিরাপত্তারক্ষী। ওই শুক্রবারের পর দুদিন ছুটি ছিল। তার মধ্যেই অপারেশন চালান আরিফ। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রথম থেকেই মনে করছিল, এই ঘটনায় পরিচিত কেউ জড়িত। কারণ ভেঙে নয়, তালা খুলেই ঢুকেছিল আততায়ীরা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পুলিশের জেরায় অভিযুক্ত স্বীকার করেছে বছর দেড়েক আগে প্রাক্তন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের বিশ্বস্ত কর্মী ছিল এই অভিযুক্ত। সেই সুযোগেই সমস্ত চাবির তিনি নকল তৈরি করেন। তদন্তের জন্য রবিবার ছুটির দিন ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারীকে তলব করে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ।

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে শ্রী অযোধ্যা প্রসাদ শর্মা, পিতা- ˚ শিবশঙ্কর শর্মা এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী রাহুল সিং, পিতা- জয়হরি সিং, ২) শ্রী জয়হরি সিং, পিতা- ˚ সাহেব লাল সিং এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তর শ্রী রাহুল সিং মহাশয় খিদিরপুর মৌজায়, আর.এস. দাগ নং- ১৩০ এবং ১৩১ এল.আর দাগ নং- ১৪৯ এবং ১৫০ এর মধ্যে ০৮/০৫/২১৯ তারিখে IV-89 নং এবং ০৭/০৮/২০২০ তারিখে ২৬৫৭ নং আমমোক্তার অনুসারে বিক্রি করতে অনুমতি দেয়। এতে কাহার কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহার কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapre Judge Court
F-I/90/591/2005

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ সাগীর হোসেন পিতা-মরহুম সেখ মহম্মদ ইউসুফ, সাং-গ্রাম ও পোঃ- গঙ্গাধরপুর বোধকপাড়া, থানা-পাঁচলা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০২, জানাইতেছি যে, হাওড়া জেলার পাঁচলা ব্লকের গঙ্গাধরপুর মৌজায় ১৫ নং জে.এল. ভুক্ত সাবেক ১৪৭৩ নং দাগ হাল ১৪৯৭ নং দাগের বাস্তু সম্পত্তি এবং সাবেক ১৪৭৪ নং দাগ হাল ১৪৯৮ নং দাগের ডাঙ্গা সম্পত্তির কোন অংশ কোন শরীক বা শরীকগণ যদি বিক্রয় করিতে চায় তাহা হইলে আমার মক্কেল উক্ত দাগের সমুহ অংশীদার হওয়ায় উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিবার প্রত্যেক অংশীদারকে বলেছেন এবং বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। অনুগ্রহ করিয়া উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পূর্বে উক্ত শরীক বা শরীকগণ আমার মক্কেলের উক্ত ঠিকানায় তাহার সঙ্গে যোগাযোগ করিবেন।

MD. MONIRUL ISLAM MOLLAH
ADVOCATE, HOWRAH JUDGES' COURT

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

দলিল হারিয়েছে

আমি, **অভিষেক শারদ**, পিতা শ্রী কৃষ্ণ কুমার দোকানিয়া, আধার নং ৪৪২১১৩৭৫৬৮৮০, সাকিন : স্বর্ণমণি, ৩৩এ, ক্যানাল সার্কুলার রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা : ৭০০০৫৪, মূল লিজ দলিল নং ১৯০৪১৩০১৯-২০২৪ সালের এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২৪, পৃষ্ঠা ৭১০২৮৭ থেকে ৭১০৩১৮, রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ ৪ কলকাতা, প্রেমিসেস নং ১১৮, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, ২য়তল, কলকাতা : ৭০০০০৪, থানা : বড়তলা, -স্থানান্তরিত/হারিয়ে ফেলেছি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বউবাজার থানায় ২০.১১২০২৪ তারিখে থানা আধিকারিকের নিকট জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জি ডি ই নং ১৬৪৯ দায়ের করেছি। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে **শ্রী অভিষেক শারদ**, মোবাইল নং ৯৮৩১১০৯০০০ এর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/-
অভিষেক শারদ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩।
মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা ডিসেম্বর। ১৬ই অগ্রহায়ণ। সোমবার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(গীতা জয়ন্তী উদযাপন। আচার বশতঃ হরিষস্ঠী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্য জুড়ে শিল্পের সমাধান লক্ষ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আগে ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে শিল্পের সমাধানে নামে কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ব্লক এবং পুর এলাকায় শিবিরের আয়োজন করা হবে। সেখানে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে। একইসঙ্গে ওই সব শিবির থেকে এই সমস্ত প্রকল্প সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানও করা হবে। সম্প্রতি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই কর্মসূচি নিয়ে ক্ষুদ্রশিল্প সচিব রাজেশ পান্ডে-সহ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। স্থির হয়েছে প্রতি ব্লকে এই কর্মসূচির আয়োজন করার পর কলকাতায় একটি রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তবে রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানটি কবে হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।

আগামী বছর ৫ এবং ৬ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসবে রাজ্যে। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে 'ই ডুইং বিজনেস' এর কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুখ্য সচিবের তরফে। শিল্পপতিদের সুবিধার জন্য যে যে বিষয়গুলি দরকার,তা নিয়ে রাজ্য সরকার এরমধ্যে ভেবে দেখছে। পরিকাঠামোর বিকাশ থেকে একজানালা পদ্ধতি কার্যকর করার মতো বিষয় শিল্পমহলকে বাংলার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছে। বহু শিল্পপতি বাংলায় লগ্নি করার জন্য এগিয়ে আসছে। এরমধ্যে অনাবাসী ভারতীয় থেকে বিদেশী লগ্নকারীরাও বাংলাকে শিল্পের সেরা গন্তব্য বলে মেনে নিয়েছে। উল্লেখ্য,২০২৩-এর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ কোটি টাকার কাছে বিনিয়োগ প্রস্তাব আসে। যার জন্য রাজ্যে একের পর এক সম্ভাবনাময় প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবি। জঙ্গলমহল সুন্দরীর মতো প্রকল্প রূপায়ণ করার প্রক্রিয়াও চলছে। তাই আশা করা হচ্ছে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক,সুলভে বিদ্যুৎ, উন্নত পরিকাঠামো আর স্থিতিশীল সরকার থাকায় আগামীদিনে বিনিয়োগের বহর বাড়বে।

বিশ্ব এইডস দিবসে দূর্গাপুরে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ ও পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবির

দুর্গাপুর, ১ ডিসেম্বর: এসবিআইএসএ (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন) ও এসবিআইপিএ (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন) রবিবার সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ও 'বিশ্ব এইডস দিবস' উদযাপনে একটি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সুহট্ট ভবনের প্রথম তলায় (প্রশাসনিক কার্যালয়, দুর্গাপুর)। দুর্গাপুর সাবডিভিশনাল ভলেন্টিয়ার্স ব্লাড ডোনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগীতায় এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিলো ।

নন্দ কিশোর সিং, জেনারেল ম্যানেজার (নেটওয়ার্ক-৩) বেঙ্গল সার্কেল, প্রশান্ত সিং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার দুর্গাপুর মডিউল, অঞ্জনী শ্রীবাস্তব,আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক দুর্গাপুর (রিজিওন -৪) গাছে জল দিয়ে এবং ফিতে কেটে এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে ডাঃ সৌরভ চট্টোপাধ্যায় (এসডিএম মহকুমাশাসক দুর্গাপুর) ও অন্যান্য ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা এবং এইডস সম্পর্কিত ভুল ধারণা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ব্যাঙ্কারদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন।

নন্দ কিশোর সিং (জেনারেল ম্যানেজার, নেটওয়ার্ক-৩, বেঙ্গল সার্কেল) বলেন, 'এসবিআই প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য ব্যাঙ্কার হয়ে প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক স্বাস্থ্য এবং সচেতনতা প্রচার করে চলেছে।

প্রশান্ত সিং (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, দুর্গাপুর মডিউল) বলেন, বন্যা, কোভিড, ভূমিকম্পের মতো মহামারী হোক না কেন এসবিআই সর্বদা সমাজের সেবা করার চেষ্টা করে। এই ধরনের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখানোর জন্য আমি আমাদের কর্মীদের প্রশংসা করি।

এই উপলক্ষ্যে ১০০ জন (ইউনিট ব্লাড) ও অবসরপ্রাপ্ত এসবিআই সদস্যরা রক্তদানের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। সকল রক্ত দাতাকে শংসাপত্র ও উপহার দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।

দূর্গাপুর সাবডিভিশনাল ভলেন্টিয়ারর্স ব্লাড ডোনার্স এ্যাসোসিয়েশনের টিম, ডাক্তার এবং প্যারা-মেডিকেল স্টাফরা রক্তদানকারীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করেন। দুর্গাপুর মিশন হাসপাতাল, হেল্‌থ ওয়ার্ল্ড হাসপাতাল এবং দূর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালও এই রক্তদান শিবিরের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করার জন্য এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের ওয়েস্ট গ্যালারিতে উদ্বোধন হল শিল্পী তপন পাঠকের একক চিত্র প্রদর্শনী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন সমীর আইচ, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, হারিৎ বসু, মনোজ সরকার, জয়শ্রী নন্দী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী বৃন্দ। ২৭টি মিশ্র মাধ্যমে ক্যানভাসে ও বোর্ডে ফেদার টাচ্ নামকরণ করা হয় এই প্রদর্শনীর। শুধুমাত্র বিভিন্ন রকমের পাখি নিয়ে এই প্রদর্শনী। অনেক দর্শক সমাগম হয়েছে। প্রদর্শনী চলল রবিবার পর্যন্ত। এই চিত্র প্রদর্শনীতে প্রতিদিন বিভিন্ন শিল্পী ও কলাকুশলীরা উপস্থিত থাকলেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হল মায়াপুর ইসকনে। প্রার্থনায় অংশ নেন সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে বহু ভক্তেরাও।

রেলে চাকরি দেওয়ার নামে জালিয়াতি চক্রের হদিশ, ধৃত ১, আসানসোলের সৃষ্টিনগরে পুলিশের হানা

আসানসোল, ১ ডিসেম্বর: রেলে চাকরি দেওয়ার নামে বড়সড় জালিয়াতি চক্রের হদিশ পাওয়া গেলো শহর আসানসোলে। রেলে চাকরি দেওয়ার নামে ৬০ লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে। মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা এক ব্যক্তি এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনায় শনিবার রাতে একজনকে গ্রেফতার করেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। ধৃতর নাম হরিন্দ্রর সিং। রবিবার ধৃতকে ১৪ দিনের রিমান্ড চেয়ে আসানসোল আদালতে পাঠায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। বিচারক সেই আবেদনের ভিত্তিতে ধৃতর জামিন নাকচ করে ১২ দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, ধৃতকে জেরা করে পুলিশের হাতে এই চাকরি সংক্রান্ত বেশ কিছু সূত্র আসে। তার ভিত্তিতে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ আসানসোল উত্তর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় আসানসোলের সেনরেল রোডে আসানসোল সৃষ্টিনগরের ক্ষ্ম সংহতি ক্ষ্ম আবাসন এলাকায় হানা দেয়। সেখানে একটি আবাসন থেকে প্রচুর পরিমাণে এই চাকরি দেওয়া সংক্রান্ত নথি পায়।

এই প্রসঙ্গে ঐ আবাসনের এক বাসিন্দা জনৈক শুভেন্দু পাল সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ঐ ব্যক্তি সংহতিতে দুটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতেন। একটি উপরে ও একটি তার নিচে। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে তার স্ত্রী ও ছেলেও থাকতেন। এদিন আচমকাই অনেক পুলিশের গাড়ি এখানে আসে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে, চাকরি সংক্রান্ত কোন চক্র নাকি এখানে চলতো।

এদিকে, এই প্রসঙ্গে আসানসোল দূর্গাপুর পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, মহারাষ্ট্রের এক ব্যক্তি এই ব্যাপারে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার হরিন্দ্রর সিং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে ১২ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ঐ ব্যক্তি তার অভিযোগে বলেছেন, রেলে চাকরি দেওয়ার নামে ৬০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। তাকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। মেডিকেল পরীক্ষাও করানোর পরে এক জায়গায় চাকরিতে জয়েন করানোও হয়েছিলো। কিন্তু পরে ঐ ব্যক্তি জানতে পারেন, পুরো বিষয়টি ভুয়ো বা জাল। এরপরই তিনি অভিযোগ দায়ের করেন।

কদমতলা ঘাটে ওয়ার্ল্ড এডস দে পালন এবং সচেতনতামূলক অভিযান।

অস্বাভাবিক মৃত্যু তরুণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দুপুরে দোতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। মৃতার নাম ফিরোজা পারভিন। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বাঁধে জোড়াসাঁকো থানার অন্তর্গত ৯ নম্বর মিত্র লেনের বাসিন্দা বছর ১৮-র ওই তরুণীর। কিছু সময়ের মধ্যে দোতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে যান ওই তরুণী। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। এই ঘটনায় 'খুনের' অভিযোগ তুলছে পরিবারের লোকজন।

পরিবার এবং স্থানীয় সূত্র খবর, ছোট থেকেই মামার কাছে মানুষ ফিরোজা। শনিবার বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা বিয়ে বাড়ি যাওয়ায় তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন। তখনই প্রতিবেশী তারান্নুম আরার সঙ্গে তাঁর ফের ঝামেলা শুরু হয় বলে জানা যাচ্ছে। তাঁকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। তখনই আচমকা দোতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে মৃত্যু হয় ওই তরুণীর।

শনিবার দুপুর তিনটে নাগাদ জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। বাড়ির নিচে থেকে ওই তরুণীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসারা মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। মৃত তরুণীর পরিবারের তরফ থেকে জোড়াসাঁকো থানায় অভিযোগ জানানো হলে পুলিশ এসে প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। মৃতদেহটি ইতিমধ্যেই তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ফিরোজার পরিবারের স্পষ্ট অভিযোগ, তাঁকে উপর থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবে ঘটনার তদন্তে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

বাংলাদেশ ইস্যুতে আক্রমনাত্মক বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর মুক্তির দাবিতে বার্নপুরে বিক্ষোভ মিছিল

বার্নপুর, ১ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ ইস্যুতে আক্রমনাত্মক আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তার সাফ হুঁশিয়ারী, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সনাতনীদের উপর ভারতবর্ষের পাশাপাশি অন্য দেশের হিন্দুরা চুপ করে বসে থাকবে না। প্রয়োজন আগুন জ্বলবে বলে হুমকি দেন বিজেপি বিধায়ক।

রবিবার সকালে বাংলাদেশে সনাতনী হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ ও ইসকনে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ সহ একাধিক হিন্দু সনাতনী সংগঠনের পক্ষ থেকে আসানসোলের বার্নপুর ত্রিবেণী মোড় থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বেরোয়। চিত্রা মোড় পর্যন্ত হওয়া এই বিক্ষোভ মিছিলে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপির জেলা সম্পাদক অভিজিৎ রায় সহ অংশ নেন সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষজনেরা। এই মিছিলে ক্ষ্মহরে কৃষ্ণ হরে রামক্ষ্ম স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ও খোল করতাল বাজিয়ে এই মিছিল হয়।

এই মিছিলে অংশ নেওয়ার পরে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, মহঃ ইউনুস ভালো অর্থনীতিবিদ হতে পারেন, কিন্তু তিনি একজন ব্যর্থ নেতা। তার নেতৃত্বে চলা বাংলাদেশ সরকারের শাসনে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মারা হচ্ছে। তার সরকারি সেখানকার অশান্তি গন্ডগোল আটকাতে পারছে না। উনি তো শান্তির জন্য নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তার কাছে এই নোবেল পুরষ্কার থাকতে পারে না। আমরা চাই, মহঃ ইউনুস সেই নোবেল পুরষ্কার ফিরিয়ে দিন। তিনি আরো বলেন, চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুকে শুধু নয়, তার দুই শিষ্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমাদের সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। ভারত থেকে পাঠানো সব জিনিসের জন্য বাংলাদেশ মানুষেরা খেয়েপড়ে বাঁচেন। এতকিছুর পরেও ভারত কোন কিছু পাঠানো বন্ধ করেনি। কি কতদিন? বিজেপি বিধায়ক বলেন, বাংলাদেশে এই অত্যাচার বন্ধ না হলে হিন্দুরা চুপচাপ বসে থাকবে না। কোন জায়গায় মুসলিম আক্রান্ত হলে, বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। খৃষ্টানরা আক্রান্ত হলে একই প্রতিবাদ হয়। হিন্দুদের ক্ষেত্রে সেই ঘটনা ঘটলে, তার কোন ব্যতিক্রম হবেনা।

উদ্যোক্তাদের তরফে দয়াচন্দ্র নিতাই দাস বলেন, সনাতনী হিন্দুদের উপরে বাংলাদেশে অত্যাচারের কারণে বিভিন্ন সংগঠনের ডাকে এই মিছিলের আয়োজন। আমরা চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু সহ সবার মুক্তির দাবি জানাচ্ছি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৭ অগ্রহায়ণ, সোমবার

আলু সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্তে রাজ্যে আলুর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা রাজ্যে কর্ম বিরতির ডাক দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। এদিকে রাজ্যে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভিন রাজ্যে রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। যার জেরে সীমান্তে গিয়ে আটকে যাচ্ছে আলু বোঝাই ট্রাক। এরই পালটা মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে আলু সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল ব্যবসায়ী সমিতি। এদিকে এই সিদ্ধান্তের জেরে সোমবার রাত থেকে রাজ্যের কোনও হিমঘর থেকে আলু নামানো হবে না। বলার অপেক্ষা রাখে না এই ধর্মঘট বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে যেমন আলুর সংকট প্রবল আকার নেবে, তেমনই লাফিয়ে বাড়বে আলুর দামও।

অন্যদিকে, এই অবস্থায় হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। প্রায় এক মাস বাড়ানো হয়েছে সময়। এই মর্মে নবান্নের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, হিমঘরগুলিতে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলু সংরক্ষণ করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। তবে এরজন্য বাড়তি নির্দিষ্ট হারে বর্ধিত ভাড়া দিতে হবে। উত্তরবঙ্গের হিমঘরগুলির জন্য ক্যুইন্টাল পিছু ১৯ টাকা ১১ পয়সা এবং দক্ষিণবঙ্গের হিমঘরগুলির জন্য ১৮ টাকা ৬৬ পয়সা বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে সংরক্ষণকারীদের। জানা গিয়েছে, হিমঘরগুলিতে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে আলু মজুত রয়েছে। তাই হিমঘর মালিকরা আগেই জানিয়েছিলেন তারা সময়সীমা বাড়ানোর জন্য রাজ্যের কাছে আর্জি জানাবেন। আর এই নিয়ে হিমঘর মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় হিমঘরে আলুর রাখার সময়সীমা বৃদ্ধি নিয়ে।

অন্যদিকে সোমবার রাত থেকে আবারও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। হিমঘর মালিকরাও এনিয়ে আলু ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তারা জানিয়ে দিয়েছে, আগামীকাল থেকে যদি আলু বোঝাই গাড়ির জন্য সীমানা শিথিল না হয় তাহলে মঙ্গলবার থেকে কমবে রাজ্যে আলু সরবারহ। আর তাতেই বাড়বে আলুর দাম। চিন্তা বাড়বে আমজনতার। কবে থেকে ফের রাজ্যে কমবে আলুর দাম সেটাই এখন মূল প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, রাজ্যে আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই গত ২৩শে নভেম্বর কলকাতার বাজারে আলুর দামে রাশ টানতে হুগলির আলু ব্যবসায়ীদের নিয়ে হরিপালে বৈঠক করেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। সেখানে ঠিক হয় ২৬ টাকা কেজি দরে হিমঘর থেকে আলু বিক্রি করবেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তারপরেও ৪০ টাকার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় দাম। আলু ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নতুন আলু বাজারে আসার আগে রাজ্যে যে পরিমান আলুর প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশি আলু এখনও মজুত রয়েছে হিমঘরগুলিতে। একদিকে, ভিন রাজ্যে আলু রফতানি বন্ধ। সীমান্তে পাঠানো আলুবোঝাই ট্রাক আটকে দেওয়ায় লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। অন্যদিকে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে হিমঘর খালি করার সরকারি নির্দেশ, এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ আলু ফেলে দিতে হবে বলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাংলা থেকে ফান্ড, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে সনাতনীদের ওপর আক্রমণ চলছে বাংলাদেশে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার রাতে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের একটি হোটেল থেকে বাংলাদেশের বিএনপি নেতা সেলিম মাতব্বর গ্রেপ্তার হয়েছেন। নিজেকে 'রবি শর্মা' বলে দাবি করে ওই হোটেলে তিনি খাওয়া দাওয়া করতেন। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ 'রবি শর্মা' নামে ভারতীয় পাসপোর্ট, আধার কার্ড ও প্যান কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'বাংলা থেকে ফান্ড, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে সনাতনীদের ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে ওপার বাংলার বিএনপি সদস্য এবং জঙ্গিরা।' প্রসঙ্গত, রবিবার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের দলের সদস্যতা অভিযান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। শ্যামনগর নেহেরু মার্কেট বাজার থেকে পূর্ব কাপ্তে পাড়া রোড ধরে নতুনগ্রাম পর্যন্ত সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন কর্তা পঙ্কজ দত্ত ছিলেন প্রতিবাদী মুখ। রাজ্যে ঘটে চলা দুর্নীতি, অন্যায়, নারী নির্যাতন এবং আর জি কান্ড নিয়ে তিনি সরব হয়েছিলেন।' তাঁর অভিযোগ, 'কলকাতার বটতলা থানায় ডেকে তাঁকে মানসিক নির্যাতন করেছিল মমতার পুলিশ। সেই মানসিক নির্যাতনের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা করলেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তবে পঙ্কজ দত্তের লড়াই বাংলাকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে।' প্রাক্তন পুলিশ কর্তার ওপর রাশিয়ান কেমিক্যাল প্রয়োগ করার বিষয়ে এদিন তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁর কথায়, রাশিয়ান কেমিক্যাল বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। হয়তো পঙ্কজ বাবু বুঝতে পারেননি। তাই এমন ঘটনা ঘটে গেছে। তাঁর কটাক্ষ, শকুনি মামা 'কুণাল ঘোষ' যিনি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ধ্বংস করার শপথ নিয়েছেন। একমাত্র ওই শকুনি মামাই রাশিয়ান কেমিক্যাল তত্ত্ব বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বুদ্ধি সম্পন্ন সকলেই এটা বিশ্বাস করেন। এদিন তিনি দাবি করলেন, 'এখন ডায়মন্ড হারবারের মুখ্যমন্ত্রী আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। কে ভালো কাজ করছেন, তা নিয়েই লড়াই অব্যাহত রয়েছে।' প্রসঙ্গত, এদিন তিনি নেহেরু মার্কেট বাজারের কাছে কবিগুরুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সংযোজন, সাধারণ মানুষ নিজেরাই মোবাইল এনে সদস্যপদ নিচ্ছেন। তবে দেশের সনাতনীদের রক্ষার্থে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যপদ নিতে হবে। তাঁর অভিযোগ, ওপার বাংলায় সনাতনী নিধন চলছে। সেখানকার সনাতনীদের বাঁচাতে বিজেপি লড়াই করছে বলে তিনি দাবি করলেন।

এদিনের সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও সঞ্জয় সিং, বর্ষীয়াণ নেতা শ্যামল তলাপত্র-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজেপি সদস্যপদ নিয়ে স্থানীয় দোকানদার উত্তম কুমার সরকার বলেন, 'প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে সদস্যপদ নিলাম। তাঁর আক্ষেপ, বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ। ওপার বাংলার সনাতনীদের রক্ষার্থে বিজেপির সদস্যপদ নিলাম।'

নদিয়ার এক এজেন্টের সূত্রে তৈরি পরিচয়পত্র স্বীকার অনুপ্রবেশকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা থেকে বাংলাদেশি নাগরিকের গ্রেপ্তারির ঘটনায় প্রকাশ্যে এল বেশ কিছু তথ্য। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, নদিয়ার এক এজেন্টের মাধ্যমেই নাকি এদেশের পরিচয় পরিচয়পত্র বানিয়েছিলেন ধৃত রবি শর্মা ওরফে সেলিম। যার সাহায্যে এই পরিচয়পত্র বানানো হয়েছিল তার খোঁজে তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ওই বাংলাদেশি নাগরিক মাদারিপুরের বাসিন্দা। ধৃতের বিরুদ্ধে ১৪ ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং জালিয়াতির ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকই নাকি কলকাতায় আসা বাংলাদেশি নাগরিকদের থাকার ব্যবস্থা করতেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত পাঁচবছরে নদিয়া জেলা থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের নথিও তলব করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

প্রসঙ্গত, শনিবার কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হন বাংলাদেশি নাগরিক। জানা যায়, সেলিম মাতব্বর নাম ভাঁড়িয়ে হয়েছিলেন

রবি শর্মা। এদেশের ভুয়ো পরিচয়পত্র বানিয়ে কলকাতার হোটেলে কাজ নিয়েছিলেন। এরপর তদন্ত শুরু করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পায় কলকাতা পুলিশ। জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে নদিয়ার এক এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এই যুবক। তার হাত ধরেই পান এদেশের সচিত্র পরিচয়পত্র। নামবদলে হয়ে যান রবি শর্মা। এরপরই নদিয়া পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, শেষ পাঁচ বছরে নদিয়া জেলায় অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। কোথায় জাল নথি তৈরি হয়, সম্প্রতি এমন কেউ বা কারা গ্রেপ্তার হয়েছে কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। কারণ, ধৃত যুবক যা বলছে, তা আদৌ কতটা সঠিক, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ আধিকারিকরাই। তবে এই ঘটনায় বিরোধীরা ক্রমেই সুর চড়াতে চলেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। কারণ, এর আগেও বাংলার বুকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে অতীতে একাধিকবার সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে বিজেপি নেতাদের। সুর চড়িয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং।

শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছুটির দিনেও শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড। এবার স্ট্যান্ড রোডের ফুলের মার্কেটের কাছে দোকানে আগুন লাগে। সঙ্গে আশপাশের কয়েকটি দোকানেও এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চোখের নিমেষে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার পৌনে একটা নাগাদ হাওড়া ফুল মার্কেটের কাছের একটি পান, বিড়ির দোকানে আগুন লাগে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় পাশের কয়েকটি দোকানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোকানগুলো। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেন কর্মীরা। বেলা দেড়টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কী থেকে আগুন লেগেছে তা স্পষ্ট নয়। তদন্তের পর তা জানা যাবে বলে মত দমকল আধিকারিকদের।

সাম্প্রতিক সময়ে বারবার শহরের বুকে বিভিন্ন বস্তিতে আগুন লাগায় প্রশ্ন উঠছে। গত রবিবার বিধাননগর রেল লাইনের পাশের বস্তিতে আগুন লাগে। পুড়ে যায় ১০-১২টি ঝুপড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক বাড়ি। দমকলের ৬টি ইঞ্জিন ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তার আগে ইএম বাইপাসের ধারে কালিকাপুরে বস্তিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় চারটি ঝুপড়ি। দিন কয়েক আগে ভবানীপুরের বিজলি সিনেমা হলের পাশের ঝুপড়িতে আগুন ধরে যায়। সেই আতঙ্ক কাটতে না কাটতে ফের এই অগ্নিকাণ্ড।

আদালতের নির্দেশে বিডিও অফিসে প্রবেশ আরাবুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতের নির্দেশে পুলিশ পাহারাতে সপ্তাহে দুই দিন ভাঙড় ২ বিডিও অফিসে যাবেন আরাবুল ইসলাম। সূত্রে খবর, সোমবার ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে ফিরছেন আরাবুল। ভাঙড়ের রাজনৈতিক আঙিনায় গুঞ্জন পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজের ঘর পাততে মরিয়া আরাবুল। অপরদিকে, আরাবুল বিরোধী শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ খাইরুল ইসলামরা কোনওমতেই আরাবুলকে ঘর দিতে চাইছে না বলে খবর। ফলে ঝামেলা হওয়ার আশঙ্কা করছেন ভাঙড়ের সাধারণ মানুষ। এলাকায় বেড়েছে পুলিশি নিরাপত্তা।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ভাঙড় ডিভিশনের বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ২০২৩ সালের জুন মাসে উত্তপ্ত হয়েছিল ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজার। খুন হয়েছিলেন আইএসএফ কর্মী মহিউদ্দিন মোল্লা। নাম জড়িয়েছিল আরাবুল ইসলামের। বেশ কিছুদিন পরে তাঁকে গ্রেপ্তারও করে কলকাতা পুলিশ। এরপর একটানা পাঁচ মাস জেলবন্দি থাকার পর গত ২ জুলাই জামিন পান আরাবুল। আরাবুল জেলে থাকার পর লোকসভা ভোটের আগেই তাঁকে ভাঙড় ২ ব্লক তৃণমূলের কনভেনার পদ থেকে সরিয়ে দেয় দল। লোকসভা নির্বাচনে আরাবুলহীন ভাঙড়েও শওকত মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূল ভাল মার্জিনে জিতে যায়। ৯ জুন ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সোনালি বাছাড়কে কার্যকারী সভাপতি করা হয় আরাবুল ইসলামের জায়গায়। তা নিয়ে ভাঙড়ের রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চর্চা হয়। শুধু তাই নয়, আরাবুল জামিন পাওয়ার আগেই তাঁর নামাঙ্কিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বোর্ড খুলে ফেলা হয়। অন্যদিকে, এরইমধ্যে হাইকোর্ট থেকে শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেয়ে যান আরাবুল। কিন্তু, বিজয়গঞ্জ বাজার থানা এলাকায় ঢোকার ক্ষেত্রে জারি হয় 'নিষেধাজ্ঞা'। এদিকে ওই থানার অধীনেই ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতি। ফলে আরাবুল বাড়ি ফিরলেও তাঁর দপ্তরে ফিরতে পারেননি পাঁচ মাস। সব মিলিয়ে টানা দশ মাস পঞ্চায়েত সমিতির বাইরে আরাবুল। ফলে সবারই নজর এখন সোমবারের দিকে।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সনাতনীদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভু দাস। তিনি বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র। কট্টর এই সনাতনীর মুক্তির দাবিতে রবিবার বিকেলে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ভাটপাড়া নগরের তরফে মিছিল করা হয়। উক্ত মিছিল ভাটপাড়া বলরাম সরকার ঘাট সংলগ্ন কালী মন্দিরের কাছ থেকে শুরু হয়। ঘোষপাড়া রোড ধরে সেই মিছিল ভাটপাড়া মোড় অতিক্রম করে অন্নদা ব্যানার্জি রোড ধরে রথতলা চৌমাথা মোড় সন্নিহিত কালী মন্দিরের কাছে শেষ হয়। সেখানে ইউনূসের কুশ পুত্তলিকা দাহ করা হয়। এদিনের মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সনাতনীদের বেঁচে থাকার লড়াই করতে হবে।

তাছাড়া বাংলাদেশে জেহাদি মুক্ত করার আন্দোলনও জারি রাখতে হবে।' উত্তম বলেন, 'শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইউনূস। অথচ বাংলাদেশে তাঁর জমানায় সংখ্যালঘুদের ওপর লাগাতার অত্যাচার চলছে। রাষ্ট্র সঙ্ঘের কাছে দাবি করব, ইউনূসের কাছ থেকে নোবেল পুরস্কার কেড়ে নেওয়া হোক।' অপরদিকে, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সদস্য রোহিত সাউ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ওপার বাংলায় সনাতনীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় এপার বাংলার সংখ্যালঘুদের ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' একই ইস্যুতে এদিন ব্যারাকপুরে মিছিল করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদও। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর জেলার উদ্যোগে ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে চিড়িয়া মোড় পর্যন্ত তাঁরা মিছিল করে। অবিলম্বে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু দাসকে মুক্তি না দিলে বৃহত্তর আন্দলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক পিনাকী চট্টোপাধ্যায়।

সুজয়কৃষ্ণকে হেফাজতে নিতে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফে। এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থতার জন্য আদালতে হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। এরপর আগামী ৫ ডিসেম্বর তাঁকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। এরপরই সুজয়কৃষ্ণকে হেফাজতে নিতে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করা হল কেন্দ্রীয় এই গোয়েন্দা সংস্থার তরফে।

অন্যদিকে, প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে সিবিআই, এই আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। সেই মামলায় এখনই কোনও নির্দেশ দেয় নি হাইকোর্ট। তিন সপ্তাহ পর ফের মামলা শুনবে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে আপাতত সুজয় ভদ্রের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলেই মৌখিকভাবে জানিয়েছেন বিচারপতিরা। শুধু তাই নয়, শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে সিবিআইকেও তীব্র ভর্ৎসনা করে হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ২০২৩ সালের ৩০ মে সুজয় ভদ্রকে গ্রেপ্তার করে ইডি। গ্রেপ্তারির পর দীর্ঘদিন এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। বর্তমানে তিনি অবশ্য জেলেই রয়েছেন।

চিন্ময়কৃষ্ণর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে শ্যামনগরে মতুয়া মহাসঙ্ঘের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এবার পথে নামল মতুয়া সমাজ।

রবিবার বিকেলে শ্যামনগর মতুয়া মহাসঙ্ঘের তরফে বাসুদেবপুর মোড়ে ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। তারপর শ্যামনগর বাসুদেবপুর মোড় থেকে ফিডার রোড ধরে

ঝাউতলা মোড় পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল করা হয়।

উক্ত মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, 'বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানিয়ে মতুয়া সমাজ আজ একজোট হয়ে পথে নেমেছেন।' বাংলাদেশে সনাতনীদের রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করার পাশাপাশি ঘুম ছেড়ে সনাতনীদের জেগে ওঠার বার্তা দিলেন প্রিয়াঙ্গু পান্ডে।

তাঁর আশঙ্কা, সনাতনীরা একজোট না হলে আগামীদিনে ওপার বাংলার মতোই পরিস্থিতি হবে এপার বাংলায়। শ্যামনগর মতুয়া মহাসঙ্ঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। এই বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।' তাঁর পরামর্শ, জেগে ঘুমানো ছেড়ে সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামতে হবে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রতিবাদী মিছিলে হাজির ছিলেন শ্যামনগর মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভাপতি হীরেন মজুমদার।

'সেন্স অফ ডিউটি ক্যাম্পেইন' এর অধীনে রান্নার প্রতিযোগিতা সফলভাবে শেষ হয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ বেসিক সেফটি চেক ক্যাম্পেইন ৫ই মার্চ ২০২৪-এ তেল বিপণন সংস্থাগুলির দ্বারা চালু হয়েছিল, যার লক্ষ্য প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত ডোর-টু-ডোর পরিদর্শনের মাধ্যমে ১২ কোটিরও বেশি পরিবারকে কভার করা। এলপিজি ইন্সটলেশনে কোনো নিরাপত্তার ঝুঁকির জন্য গ্রাহকদের জন্য পরিদর্শন বিনামূল্যে, এবং পুরানো পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বা অ-মানক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ প্রতিস্থাপন ডিসকাউন্ট মূল্যে করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত, ৮ কোটিরও বেশি পরিবার পরিদর্শন করা হয়েছে, যার ফলে প্রায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ৩.৫ কোটি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ।

এই প্রচারণার অংশ হিসাবে, তেল বিপণন কোম্পানিগুলির দ্বারা ১লা ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে 'হামারি রসোই হামারি জিম্মেদারি' থিমের অধীনে রান্নার প্রতিযোগিতা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রন্ধনসম্পর্কীয় দক্ষতা উদযাপনের সময় রান্নায় এলপিজি হ্যান্ডলিং এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল এই অনুষ্ঠান।

প্রতিযোগিতায় উৎসাহী অংশগ্রহণের সাক্ষী ছিল, (সংখ্যা অংশগ্রহণকারী দশজন) অংশগ্রহণকারী নিরাপদ এলপিজি হ্যান্ডলিং অনুশীলনগুলি মেনে চলার সময় তাদের রান্নার প্রতিভা প্রদর্শন করে। বিচারকদের প্যানেল, (নরেশ ভৌমিক ও দেবিকা ভৌমিক) সহ, এলপিজি নিরাপত্তা, খাবারের মান, উপস্থাপনা এবং পরিচ্ছন্নতার মতো মানদণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন করেছে।

প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা ছিলেন- ১ম স্থান ঃ (শ্রাবন্তী নস্কর), ২য় স্থান ঃ (অনিতা সিং), ৩য় স্থান ঃ (পূজা শাসমল)। অনুষ্ঠানটি (দুপুর দুটো) দ্বারা সমাপ্ত হয়, প্রতিদিনের রান্নায় দায়িত্বশীল এলপিজি ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের এবং দর্শকদের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। আয়োজকরা অনুষ্ঠানটিকে সফল করার জন্য এবং সুরক্ষা ও সচেতনতা প্রচারের প্রচারাভিযানের মিশনে অবদান রাখার জন্য সমস্ত অংশগ্রহণকারী, বিচারক এবং উপস্থিতদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আলোলিকা ভারত গ্যাস উদ্যোগে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হয় পিয়ালী ভবনে। Advt.

বধূর বুদ্ধির জোরে চুরি করতে এসে গ্রেপ্তার চোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গৃহস্থের বাড়িতে চুরি করতে এসে গৃহবধূর বুদ্ধির জোরে আটকে পড়ল চোর। এরপর পুলিশ এসে একেবারে হাতেনাতে ধরে নিয়ে যায় থানায়। এমনই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে বেহালার সখের বাজারে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কাছেই একটি দোকান রয়েছে ওই পরিবারের। সেখানেই ছিলেন টুসি দাস নামে ওই গৃহবধূর স্বামী। ঘটনার কিছু সময় আগে তিনিও সেখানেই গিয়েছিলেন। ফেরার সময় দেখেন বাড়ির গেট একেবারে হাট করে খোলা। যা দেখে সন্দেহ হয় তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে স্বামীকে ডেকে আনেন। এসেই দেখেন বাড়ির ভিতরে তখন গয়না, টাকা পয়সা হাতাতে ব্যস্ত চোর। বাইরে যে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই তাঁর। ততক্ষণে বুদ্ধি খাটিয়ে ওই গৃহবধূ বাড়ির বাইরে তালা লাগিয়ে দেন। চোর চোর চিৎকারও শুরু করে দেন। অবস্থা বেগতিক দেখে পালানোর চেষ্টাও করে চোর। তবে কোনও রাস্তা ছিল না পালানোর।

বাবাকে বাঁচাতে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করছে, স্থানীয়দের কাছে থেকে অভিযোগ পেয়ে বাঁশদ্রোণীর ব্রহ্মপুরে পৌঁছয় পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে অভিযোগ সত্যিই। কিন্তু বৃদ্ধ বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হল পুলিশকেই। অস্ত্র নিয়ে পুলিশকেই তাড়া করে অভিফু ছেলে। আক্রান্ত হন কনস্টেবল, সিভিক ভলান্টিয়র। পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিফুকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাঁশদ্রোণীর ব্রহ্মপুরে থাকেন সেখানকার একসময়ের নামকরা 'ইন্দুজা' স্টুডিও-র মালিক শম্ভুনারায়ণ ভট্টাচার্য ও তাঁর ছেলে রুদ্রনারায়ণ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বাবা-ছেলের মধ্যে মাঝেমধ্যেই অশান্তি হত। শনিবার বিকালেও ছেলে বাবার ওপরে চড়াও হন বলে অভিযোগ। বাবাকে বেধড়ক মারধর করতে থাকেন রুদ্রনারায়ণ। শম্ভুনারায়ণের চিৎকার শুনতে পেয়েই স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি বুঝতে পারেন। তাঁকে বাঁচাতে এগিয়েও আসেন। কিন্তু অভিযোগ, রুদ্রনারায়ণের হাতে অস্ত্র ছিল, তাই তাঁরা এগোতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাঁরাই ফোন করেন থানায়। পুলিশ গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু পুলিশকে দেখা মাত্রই চড়াও হয় রুদ্রনারায়ণ। তাঁর হাতে তখনও ধারাল অস্ত্র ও ছুরি ছিল। অ্যাম্বুল্যান্সেও ভাঙচুর করেন। এর পাশাপাশি এক হাতে অস্ত্র নিয়ে তাড়া করতে থাকেন পুলিশ কর্মীদের। ভয় পেয়ে পুলিশ কর্মীরাও ঘটনাস্থল ছেড়ে পালান। পরে কোনওক্রমে স্থানীয় বাসিন্দারাই বাগে আনেন রুদ্রনারায়ণকে। রুদ্রনারায়ণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রুদ্রনারায়ণের মানসিক সুস্থতা নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

স্কুল-শিক্ষা বাঁচাতে পরিদর্শকের তির্যকদৃষ্টি নয়, সহানুভূতিশীল ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজন

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি (দ্বিতীয় ভাষা) শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক 'বাটারফ্লাই'-এর পাশাপাশি 'উইংস' নামে একটি ওয়ার্ক বুক দেওয়া হয়। ষষ্ঠ শ্রেণিতেও এমন ইংরেজি ওয়ার্ক বুক দেওয়া হয়, যার নাম 'ফ্ল্যাগরান্স'। ছাত্রছাত্রীদের কাজ করানোর পর এই বইগুলির প্রতিটি পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় প্রধানের পাশাপাশি বিদ্যালয় পরিদর্শকের স্বাক্ষর করার জায়গা রাখা রয়েছে। কিন্তু এই বইগুলি গ্রাম-বাংলা থেকে শহরে কতখানি অবহেলার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত যে কেউ তা বলতে পারবেন। পূর্বের 'সর্বশিক্ষা মিশন'-এর যুগ শেষ হয়ে এখন 'সমগ্র শিক্ষা মিশন'-এর যুগ চলছে। বিভিন্ন জেলায় এই প্রকল্পের শীর্ষ আধিকারিক পদে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের না নিয়ে রাজ্য সিভিল সার্ভিস থেকে নেওয়া হচ্ছে। যদিও পঠনপাঠনের প্রশিক্ষণ তাঁদের চাকরির শর্ত নয়। সহ-শিক্ষামূলক নানা কর্মসূচি তাই গয়ংগচ্ছ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সাধারণ মানের ছেলেমেয়েদের কাছে পড়াশোনা আনন্দপাঠ হয়ে উঠতে পারছে না। উৎসাহ দানের অভাবে কেন্দ্রীয় স্তরের আয়োজিত নানা প্রতিযোগিতা-কর্মসূচির খবর ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশের কাছেই পৌঁছতে পারছে না। সম্প্রতি ভারতীয় ডাক বিভাগ 'ঢাই অক্ষর' নামে চিঠি লেখার যে কর্মসূচি নিয়েছে, বাৎসরিক পরীক্ষার অজুহাতে অনেক পড়ুয়ার কাছেই সে খবর পৌঁছয়নি। গ্রামাঞ্চলে এখনও বিকল্প না থাকার কারণে সরকার-পোষিত বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীদের যেতে হচ্ছে। আর, শহর-শহরতলির অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে। প্রশ্ন হল, উন্নয়নের সদিচ্ছাটুকু এ ক্ষেত্রে আছে কি? ব্রিটিশ-ধাঁচের পরিদর্শন বা ইনস্পেকশনের যুগ আর নেই। রাজ্যের স্কুল-শিক্ষা বাঁচাতে এখন আর পরিদর্শকের তির্যকদৃষ্টি নয়, সহযোগিতা ও সহানুভূতিশীল ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজন। এই সহযোগিতামূলক তদারকি লেখাপড়ায় উন্নত নানা দেশ আগেই অবলম্বন করেছে। পঠনপাঠন বা প্রকল্প রূপায়ণ; একে অপরের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, এ কথা অনুধাবন করাতে পেশাদারি প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলকে।

শব্দবাণ-১১৯

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বিবাহ ৩. এই সময়ে ৪. দন্তহীন ৬. হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি, লাফালাফি ৯. উত্তর ১০. বৈষ্ণব পদকর্তা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. রীতি, প্রণালী ২. ভাঁড় ৩. অবিরাম, ক্রমাগত ৫. অসাধারণ ৭. অন্ত, শেষ ৮.বাদ্য, বাজনা।

সমাধান: শব্দবাণ-১১৮

পাশাপাশি: ২. সাংযাত্রিক ৫. বধ ৬. সাল ৭. ঘের ৮. হরি ১০. কচুরিপানা।

উপর-নীচ: ১. ছত্রি ২. সাংসারিক ৩. যাই ৪. কবরখানা ৯. ফেরি ১১. চুল।

জন্মদিন

আজকের দিন

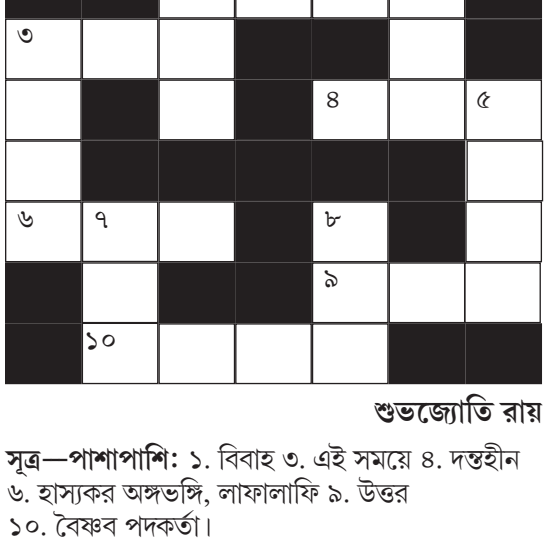

জে পি নাড্ডা

১৯৪২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রুসি জিজিবয়ের জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জে পি নাড্ডার জন্মদিন।*
১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সিল্ক স্মিতার জন্মদিন।*

মৌলবাদীদের দখলে বাংলাদেশ, হিন্দুরা বিপন্ন

প্রদীপ মারিক

বাঙালি আবেগ বাংলাদেশ যেন বাংলাদেশই থাকে কোন কারণে যেন তালিবান শোষিত পাকিস্থান না হয়ে যায়। কিন্তু সেই দিকে কেন পুরোপুরি ভাবেই পাকিস্তানের দখলে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অবিলম্বে বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। হিন্দুদের ওপর যারা অত্যাচার করছে তারা সন্ত্রাসবাদী। এদের কোন জাত নেই। সেই কারণেই প্রয়োজনে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কি করে কি ভাবে কুটনৈতিক ভাবে এই অমানবিক অত্যাচার শেষ করা যায় সে দিকে লক্ষ্য দিক বিশ্বের দুই শান্তিকামী নেতা নরেন্দ্র মোদি এবং ট্রাম। কারণ ট্রাম্প এবং মোদির ওপরেই সব থেকে বেশি বিশ্বাস করেন হিন্দুরা। বিশ্বের সমস্ত সানাতনীরা মনে করেন মোদির চেষ্টায় বাংলাদেশে হিন্দুদের হৃত গৌরব আবার ও ফিরে আসবে। কোন কারণ ছাড়াই চিন্ময় দাস কে গ্রেপ্তার করলো বাংলাদেশ সরকার। দিনের পর দিন হিন্দুদের ওপর অত্যাচার যেন চরম চেহারা নিয়েছে। চিন্ময় সাধুর মুক্তির দাবিতে ময়দানে নেমে পড়েছে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের পর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সহিংসতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়েই চলেছে। মন্দির, বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা সহ বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্রমবর্ধমান প্রতিবেদনে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তার উত্তেজনাকে তীব্র করেছে, ইউনিস সরকারের ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের টার্গেট করছে বাংলাদেশ মৌলবাদী সরকার। বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। চরম অসহযোগিতা দেখা গেছে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে। চিন্ময় দাসকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন বিচারক কাজী শরিফুল ইসলাম। এদিন চিন্ময় দাসের আদালতে পেশের আগে আদালত চত্বরে জড়ো হন শয়ে শয়ে মানুষ। উঠল জয় শ্রীরাম স্লোগানও। গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ৮ দফা দাবিতে হিন্দুদের মুখপাত্র হিসেবে বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের লালদিঘী মাঠে জনসভার পর ৩০ অক্টোবর রাতে ১৯ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়। এই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকায় লং মার্চের ঘোষণাও দিয়েছিল সনাতনী জাগরণ মঞ্চ। পরে সেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। চট্টগ্রামের নিউমার্কেট মোড়ের স্বাধীনতা স্তম্ভে মিথ্যা ভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ করা হয় চিন্ময়ের বিরুদ্ধে। ইসকন কতৃপক্ষ জানিয়েছে শান্তিপ্রিয় ভক্তি আন্দোলন স্তব্ধ করতে যে ভাবে মৌলবাদীরা চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে তা এককথায় মেনে নেওয়া যায় না। ইসকন কতৃপক্ষ চাইছে চিন্ময় প্রভুর নিঃস্বার্থ মুক্তি। অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির জন্য আবেদন করেছে। বঙ্গের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী অবিলম্বে বাংলাদেশে হিন্দুদের অত্যাচার এবং অবশ্যই চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর কে অনুরোধ করেছেন কারণ দিনের পর দিন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষ সব সময় শান্তির পক্ষে। সম্প্রতি রুশ সফরে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন ভারত বুদ্ধ চায় যুদ্ধ নয়। আবার মোদির নেতৃত্ব ভারতবর্ষ সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছপা হয় না। বিশ্ববরেণ্য শীর্ষ নেতা যে তাই মোদি। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে বিশ্ব শান্তির দেশ ভারতে আশ্রয় নিলেন। হাসিনার দেশছাড়ার পর প্রতিবেশী বাংলাদেশের হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত সরকার। নব নিযুক্ত মোহাম্মদ ইউনিসের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি ভারত সারকারের একটা আশা ছিল। ইউনিস নিজেও বলেছিলেন হিন্দুদের ওপর কোন আক্রমণ হবে না কিন্তু হিন্দুদের ওপর একটার পর একটা আক্রমণ হয়েই চলেছে। গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনার করছে ভারত সরকার। প্রায় তিনমাস হতে চললো বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা এসেছে মোহাম্মদ ইউনিসের হাতে। ইউনিস সরকার এসেই ঘোষণা করেছিল ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করবে, বাংলাদেশের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা , বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন পদ্ধতি জন প্রশাসন সংস্কার। এই ছটি কমিশনের প্রধানদের নাম ও জানিয়েছিলেন ইউনিস। কিন্তু তিন মাস কেটে গেল তা গঠন করতে। বিতর্ক দানা বাঁধতেই ২৪ শে অক্টোবর তড়িঘড়ি ছয় কমিশন গঠন করলো ইউনিস সরকার। কিন্তু এই ছয় কমিটিতে একটাতেও নেওয়া হয় নি সংখ্যালঘু হিন্দু বোদ্ধ খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের। ছয় কমিটিতে যে ৫০ জন সদস্যের নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দেশের ৯ শতাংশ সংখ্যালঘুদের কোন স্থান দেয়নি ইউনিস সরকার। বোদ্ধ জনগোষ্ঠীর সংবাদ মাধ্যমের প্রধান দেবাশীষ বলেছেন হাসিনা সরকারের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে সব রকম ব্যবস্থা করেছে এই সরকার। তাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের শাখা সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগকে। দিনের পর দিন বাংলাদেশ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। সংখ্যালঘুদের কি ভাবে সন্মান এবং শ্রদ্ধা জানাতে হয় তা মোদি সরকারের কাছে শিক্ষা নিক ইউনিসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। দেশের ঐক্যের প্রশ্নে সমস্ত ভারতবাসী এক সূত্রে গাঁথা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সাম্প্রতিক সহিংসতা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে নির্বাচনের পর সেখানে প্রবল উত্তেজনা, গভীর বিভাজন ও মেরুকরণ হয়। জুনে ছাত্র আন্দোলনের পর পরিস্থিতি আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে। সহিংসতা বাড়ে। ভবন ও পরিকাঠামোর পর আক্রমণ হয়। রেল ও ট্রাফিক বিঘ্নিত হয়। জুলাইতেও বিক্ষোভ চলে। আমরা এই সময় বারবার সবাইকে সংযত হতে বলি এবং জানাই যে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে।' জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, 'আমরা যে রাজনৈতিক শক্তিগুলির সাথে সম্পর্কে ছিলাম, সবাইকে একই কথা বলি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও মানুষের ক্ষোভ কমেনি। বিক্ষোভ চলতে থাকে। এই সময় একটা দাবিতেই আন্দোলন হয়, হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। পুলিশ আক্রান্ত হয়। সহিংসতা বাড়ে। বাংলা দেশে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের ব্যবসা ও মন্দিরসহ অনেক জায়গায় আক্রমণ করা হয়।' তিনি এও বলেন,'সংখ্যালঘুরা কেমন আছেন, তার দিকেও নজর রেখেছি। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠন তাদের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট। আমরা তা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমরা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন।' বাংলাদেশের যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপহার দেওয়া মুকুট চুরির খবরে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করে ভারত সরকার ঢাকাকে বিষয়টির 'তদন্ত' করতে বলেছে। শেখ হাসিনা সরকার পড়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের উপরে বার বার হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলা হয়েছিল সংখ্যালঘুদের ধর্মস্থানেও। হিন্দু-সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানে হামলা চালানো হচ্ছে। পুড়ছে বাড়িঘর, চলছে ভাঙচুর, পিটিয়ে খুন, অবাধ লুঠপাট। এইসব নৃশংস, নির্মম, অমানবিক ঘটনার ইতিমধ্যেই সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আবেদন জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। সবচেয়ে বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের খুলনা বিভাগে। বিভাগটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ২৯৫টি বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা হয়। রংপুর বিভাগে ২১৯টি, ময়মনসিংহে ১৮৩টি, রাজশাহীতে ১৫৫টি, ঢাকায় ৭৮টি, বরিশালে ৬৮টি, চট্টগ্রামে ৪৫টি এবং সিলেটে ২৫টি বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হিন্দুদের ওপর অত্যাচার আরো বাড়বে সম্প্রতি সংস্কার কমিটিতে একজন ও হিন্দু সদস্য না থাকার ফলে। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, মোহাম্মদ ইউনিসের উচিত যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষা করা যাতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হিন্দু মা বোনেরা যেন সুরক্ষিত থাকেন। কারণ ওপার বাংলার মা বোনেদের কান্নার ধ্বনি এ বঙ্গে শুধু নয় ভারতবর্ষ হয়ে সারা বিশ্বের হিন্দুদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সংস্কার কমিশনে একজন ও হিন্দুদের জায়গা না দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার পক্ষান্তরে মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে না তো!

আমাকে ফাঁসিয়েছে

কাজি মাসুম আখতার

গ্রেপ্তারের দিনও হাসছিল। হয়তো উঁচুতলার কেউ আশ্বাস দিয়েছিল, 'গত ৯ আগস্ট তিলোত্তমার খুন ধর্ষণ সম্পন্ন করে তোর ঘাড়ে সব চাপাতে রাত তিনটের সময় তোকে পতিতালয় থেকে ডেকে তিলোত্তমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে শুধু তোকে অপরাধী করে বাকিদের মুক্ত করা যায়! তাই শুধু তোর অপকর্মের প্রমানগুলি রেখে বাকি প্রমানগুলি আমরা দায়িত্ব সহকারে ডাক্তারি শাস্ত্র ঘেঁটে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এমন করে লোপাট করেছি যে সিবিআই, এর বাবাও দু-দশকে খুঁজে পাবে না! কিন্তু তোর কিচ্ছুটি হবে না। তুই আপাতত নিজের ঘাড়ে সব অপরাধ চাপিয়ে নে। তুই এখন জেলে যা! ক'দিন পরে প্রতিবাদের মোচ্ছব শেষ হলেই তোকে ঠিক ছাড়িয়ে নিয়ে আরও বড় পদ দেব! তুই আরও ফুর্তি করবি। হ্যাঁ, নারী নিয়েও! কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য আন্দোলনের ব্যাপ্তি এত বেড়েছে যে থামতেই চাইছে না! চলছে টিআরপি নেওয়ার প্রতিযোগিতা! সামনে যে ভোট! বড় বালাই! তাহলে কি সত্যিই এই কেসে সিবিআইকে আর ম্যানেজ করা যাবে না?

শিয়ালদহ আদালত চার্জশিটে যা করল, তাতে যদি উচ্চ আদালত সিলমোহর দেয়, তাহলে যে আমার ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে! তাহলে কি আমি ধনঞ্জয় হতে চলেছি? এখন চিৎকার না করলে, তাহলে আর কখন করবো? আমার গুরু যে কুণাল ঘোষ! কি সুন্দর গাড়িতে চাপড় দিয়ে দিদিকে ডাকাত রাণী বলে, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে দাবি তুলে, অবশেষে অক্লেশে মুক্তি কেড়ে নিল! তারপর ঐ পার্টিতেই সর্বোচ্চ স্তরের দখল পেল! ভাবা যায়!

তাই মনে হয় এতদিন পর তার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে এহেন অমৃত বাণী ! — 'আমাকে ফাঁসিয়েছে আমার ডিপার্টমেন্ট। তারা আমাকে সত্য গোপন করতে বলেছে। চুপ থাকার জন্য চাপ দিয়েই চলেছে। আমাকে অপরাধী সাজিয়ে আসলে তারা রাঘব বোয়াল বাঁচাচ্ছে! তাই এখন আমার স্লোগান, 'অ্যাই ওয়ান্ট জাস্টিস'! কে কে সঞ্জয়ের ন্যায়ের জন্য, তার স্লোগানে সুর মিলিয়ে এবার রাস্তায় নামবেন একটু দেখতে চাই! কারা কারা সঞ্জয়ের মাধ্যমে রাঘব বোয়ালদের ধরতে জীবনপণ করে অনশন করতে বসবেন দেখতে চাই!

তবে আলিপুরদুয়ারের মতো রাজ্যের কোণে কোণে এই মুহূর্তে যে একাধিক নারী শিশু ধর্ষিতা হয়ে খুন হচ্ছে, তাদের জন্য ভুল করেও 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' বলতে যাবেন না, দ্রোহের আগুনও ভুল করে জ্বালাবেন না! কারণ ওরা অন্ত্যজ, গেঁয়ো, প্রান্তিক! ওরা কি ঠিক মনুষ্য পদবাচ্য! তবে মনুষ্য প্রজাতির না হলেও ওরা ভোটার বটে। ওদের মূল্য ভোটের আগে দু কেজি আটা আর চার কেজি গমে! তাই ওরা কখনও ন্যায় পায় না আর পাবেও না! তাইতো গাইঘাটা, সন্দেশখালি বা হাঁসখালী বা অধুনা আলিপুরদুয়ার! জনগণ ও মিডিয়া ওখানে যাবে না, কেউ টাকা দেবে না, কোনও সেলিব্রিটি এই আওয়াজ খাবে না! তাই সঞ্জয়ের সঙ্গে যে না-ইনসাফি হতে চলেছে, তা নিয়ে আন্দোলন করলে এই প্রবল হাওয়ায় বরং মিডিয়া খাবে, নিজেদের হিরো করার সম্ভাবনা হবে! এখন বরং তাই করি! কিন্তু প্রশ্ন, সঞ্জয়রাও যে বড্ড অন্ত্যজ! তবে শাসক দলের তো! তাই খবর আছে!

লেখক: ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'শিক্ষারত্ন' সম্মাননায় ভূষিত শিক্ষাবিদ

সভ্যতার সংকটে

সুবল সরদার

এই সুন্দর পৃথিবী চলছিল তার নিজস্ব গতিতে সুন্দর ভাবে ধর্ম আর বিজ্ঞানের সমন্বয়ে সভ্যতার শিখরে, সাহিত্য -কাব্য -গান -ছন্দে ছন্দময় হয়ে। একটা সুন্দর পাখির নীড় রচনা করেছিল এই পৃথিবী। কে যেন এক লহমায় সেই ছন্দকে ভেঙ্গে দিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো। রুক্ষ মরুভূমিতে সৃষ্টি হলো ধর্মের চারা গাছ। সুন্দর পৃথিবী ধর্মের বিভাজনে কখন খন্ড খন্ড হয়ে যায়। ধর্মের বিভাজনে বিভাজিত হয়ে যায় আমাদের স্বপ্নের নীলগ্রহ। আজ পৃথিবীর দুই মেরুর মতো দু'টো ধর্মের মেরুকরণ তৈরি হয়। পৃথিবী যেমন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তেমনি সারা পৃথিবীর মানব ধর্ম চলেছে মিলে মিশে সর্বদা হিন্দু ধর্মকে প্রদক্ষিণ করে, অন্যদিকে ইসলাম ধর্ম ঠিক তার বিপরীত দিকে অবস্থান করে। সে সভ্যতার চাকা উল্টো দিকে ঘোরাতে চায়,তাতে যতো বিপত্তি ঘটে, সভ্যতার সংকট দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ, অনাহারে কতো মানুষ মরে তার ইতিহাস আমরা পাই কিন্তু ধর্মের নামে জেহাদীদের হাতে কতো মানুষ মরেছে তার হিসেবে কেউ কখনো করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — আমরা (সনাতনীরা) নিজ ধর্ম পালনে সদা খুশি থাকি কিন্তু ইসলাম ধর্ম নিজ ধর্ম নিয়ে খুশি নয়,তারা অন্য ধর্মকে সদা আঘাত করতে প্রস্তুত থাকে। ভাবি, ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয়, সারা বিশ্ব জুড়ে কেন এতো অশান্তি! সারা বিশ্ব কেন এতো অশান্ত? ধর্মের নামে দেশে দেশে কেন এতো যুদ্ধের দামামা বাজে? তারা শুধু আতঙ্কের ছবি! কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা, হাতে বন্দুক — বিধর্মী হলে চালাও গুলি। মানুষ মেরে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়? হিন্দু-মুসলিম কখনো এক করা যায় না, মহাপুরুষ, বীর পুরুষ থেকে নেতা-নেত্রীরা যতোই হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই বলে চিৎকার করুক। এটা যে পক্ষ বলে কেবল সেই পক্ষ শোনে। পুজো যার যার উৎসব সবার — কাপুরুষদের আর্তনাদ ছাড়া কিছু নয়।

আমাদের দেশ বার বার হানাদারদের আক্রমণে আক্রান্ত। আমাদের অতীত ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়। রক্তের মধ্যে দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়। সেই রক্তের লোহিত স্রোত আজও সমানভাবে বহমান। 'মোদের আশা, মোদের ভাষা, মোদের গরব'ও পারেনা দু'বাংলাকে এক করতে। তাদের দেশ, ভূগোল, ইতিহাস কিছুই নেই ; তাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলেও কিছুই নেই; তাদের একটাই পথ আল্লাহের পথ। তাই তারা ধর্মের নামে মানুষ কাটে, দেশ ভাগ করে, মানব সভ্যতাকে সংকটে ফেলে দেয়। রুক্ষ মরুভূমির মতো তাদের রুক্ষ মনুষ্যত্ব, তারা মানবিকতার কোন ধার ধারে না। তারা মনে করে একটা পৃথিবীতে একটা মরু ধর্ম থাকবে। ভাবি, নবী যদি সব সৃষ্টি করে, আমরাও নবীর সৃষ্টি, তবে ধর্মের নামে আমরা কেন মরি? এতো অশান্ত করে তুলেছে মনে হয় পৃথিবী একটা মস্ত কসাই খানা যেখানে বিধর্মীরা সদাই জবাই হচ্ছে। এতে কী নবীর গরিমা প্রকাশ পায়, নাকি কালিমা লিপ্ত হয়? এই সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর করে তোলার কে তাদের অধিকার দিল? পৃথিবী এখন দু'টো ধর্ম সমুখ সমরে — একদিকে মানব ধর্ম ,অন্যদিকে মরু ধর্ম, একদিকে মানব সভ্যতা, অন্যদিকে মরু সভ্যতা, একদিকে শান্তি অন্যদিকে অশান্তি, একদিক প্রেম অন্যদিকে হিংসা।

প্রেমের জয় হোক, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, ঈশ্বর বা আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হোক, মানবতার জয় হোক। সারা বিশ্ব চৈতন্যময় হয়ে উঠুক।

আনন্দকথা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়দিবসে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। বেলা ৯টা হইবে — ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন, মেঝেতে মণি বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ বিজয়া, রবিবার, ২২ শে অক্টোবর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, আশ্বিন শুক্লা দশমী তিথি (৬ই কার্তিক, ১২৮৯)।

কেউ যদি ঈশ্বরলাভ করে সংসারে থাকে, তার কোন ভয় নাই। নির্জনে মাঝে মাঝে সাধন করে কেউ যদি শুদ্ধাভক্তিলাভ করতে পারে, সংসারে থাকলে তার কোন ভয় নাই! চৈতন্যদেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নামমাত্র থাকত। অনাসক্ত হয়ে থাকত।"

ঠাকুরদের ভোগারতি হইয়া গেল। অমনি নহবত বাজিতে লাগিল। এইবার তাঁহারা বিশ্রাম করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ আজও ঠাকুরের কাছে প্রসাদ পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাজ্যে আলু সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে আলু সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজ্য হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। আলু ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই রাজ্যের সীমানায় আটকে দেওয়া হচ্ছে আলু বোঝাই গাড়ি। এই নিয়ে তারকেশ্বরের পটেটো ব্যবসায়ী সমিতি ভবনে দু'দফায় বৈঠক করে রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজ্য হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। বৈঠক শেষে মঙ্গলবার থেকে হিমঘর থেকে আলু সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করার পরই গত ২৩ নভেম্বর আলুর দামে রাশ টানতে হুগলির আলু ব্যবসায়ীদের নিয়ে হরিপালে বৈঠক করেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বৈঠকে ঠিক হয়, ২৬ টাকা কেজি দরে হিমঘর থেকে আলু বিক্রি করবেন ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত দামে আলু বিক্রি করলেও ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের সীমানায় আলুর গাড়ি আটকে দেওয়া হচ্ছে কোনও নির্দেশিকা ছাড়াই। এছাড়াও বেআইনিভাবে জরিমানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

চলতি সপ্তাহে দু'বার বৈঠক করে রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজ্য হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার বৈঠক শেষে রাজ্যের প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা না তোলা পর্যন্ত আগামী মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের সমস্ত হিমঘর থেকে রাজ্যজুড়ে বন্ধ থাকবে আলু সরবরাহ। রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, আলু রপ্তানিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কোথাও কোথাও পুলিশ গাড়ি আটকে জরিমানা করছে। এরই প্রতিবাদে সোমবার রাত থেকে রাজ্যের কোনও হিমঘর থেকে আলু সরবরাহ করা হবে না। আলু সরবরাহ বন্ধ হলে খুচরো বাজারে আলুর দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা বাড়ছে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঠের সেতু দিয়ে দামোদর নদ পারাপার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিপদ যেন ওত পেতে আছে। একটু অসাবধান হলেই প্রাণহানির আশঙ্কা। তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঠের সেতু দিয়ে দামোদর নদ পারাপার চলছে বছরের পর বছর। জামালপুরের সঙ্গে এই এলাকার যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম দামোদর নদের উপর নির্মিত কাঠের অস্থায়ী সেতু। প্রায় কয়েক হাজার মানুষকে ভরা দামোদর পেরিয়ে নিজেদের প্রয়োজনে জামালপুর আসতে গেলে ভরসা এই সেতু। এমনই ছবি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের অমরপুর এলাকায়। নিত্য যাতায়াতকারী স্কুল পড়ুয়া থেকে অফিস, বাজার, চিকিৎসার প্রয়োজনে আসা বহু মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পাকা সেতুর। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মিললেও আজও তাদের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। মোটর বাইক কিংবা চারচাকা, এমনকী ১০ টন পণ্য বহনকারী যান সবই পার হচ্ছে এর ওপর দিয়ে। পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে বহুবার। গত বছরই গাড়ি সমেত ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। স্বাভাবিকভাবেই নিত্যযাত্রীদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, বছরের পর বছর ধরে অমরপুরে দামোদরের ওপর পাকা সেতু তৈরি করার সরকারি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও আজও কোনও সরকার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। ফলে সারা বছর প্রাণ হাতে করেই স্কুলের পড়ুয়া থেকে আম জনতাকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই এভাবেই দামোদর পেরোতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত নদের একদিকে রয়েছে অমরপুর, শিয়ালি, মাঠশিয়ালি, কোড়া সহ প্রায় ২৫টি গ্রাম। এই গ্রামের মানুষদের বাজার, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসা বা যেকোনও প্রশাসনিক কাজে আসতে হয় জামালপুরে। কাঠের এই সেতু পেরিয়েই তারা যাতায়াত করেন। জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে এই সেতু পরিচালনা করা হয়। সূত্রের খবর, টেন্ডারের মাধ্যমে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই সেতু প্রতিবছর নির্মাণ করা হয়। আবার বর্ষার জল বাড়লেই সেতুর পাটাতন খুলে নেওয়া হয়।

বছরের পর বছর এলাকাবাসীদের কংক্রিটের সেতুর দাবি থাকলেও তা তৈরি হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই উদাসীনতা নিয়েও এলাকাবাসীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।

জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি জানিয়েছেন, স্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য বিধানসভায় তিনি প্রস্তাব রেখেছেন। পূর্ত দপ্তর গোটা বিষয়টি দেখছে। এই এলাকার মানুষদের যে দীর্ঘদিনের দাবি তা খুব দ্রুত পূরণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

SFDC Ltd Invites E-tender (NIT No.-SFDC/MD/NIT-12(e)/2024-25 from eligible participants for "Supply of Aquaculture Inputs in different projects of SFDCL at various districts of West Bengal" during the year 2024-25. Start date and End date of Bid Submission are **02.12.2024 & 24.12.2024** respectively. Please visit **www.wbtenders.gov.in** for details.

SHORT NOTICE INVITING E-QUOTATION

N.I.Q. No.- WBMAD/ULB/RSM/454/24-25 Dated 30.11.2024

E-Quotation is being Invited for RENEWAL OF Civil 3D for Rajpur-Sonarpur Municipality. a) Date of uploadation: **02.12.2024 at 16-00 hrs.** b) Documents download starting date & time: **02.12.2024 at 16-00 hrs.** c) Last Date & Time Limit for Submission of E-Quotation: **16.12.2024 at 16-00 hrs.** d) Date & Time for Opening of Technical Bid: **18.12.2024 at 16-05 hrs.** e) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Rajpur-Sonarpur Municipality

E-TENDER NOTICE

Tender is invited by the undersigned against **NIT No. 1/2024-25, dt. 28.11.2024** for fencing work around the poultry & Hatchery House at WBCADC Gaighata Project of **Estimated value Rs. 3,48,774.00.** The last date of issue of Tender paper is on **09.12.2024.** The detailed is information available in website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Gaighata Project

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender ID No **2024_ZPHD_776969_1,** DATE- O1-12-2024 and **2024_ZPHD_ 776969_2,** DATE- 01-12-2024. Last date of dropping **09-12-2024** up to **06.00 PM.** and opening date of tender **12-12-2024 at 10.00 A.M.** For details plz.See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Pradhan
Dhaspara Sumatinagar-I Gram Panchayat

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

eTenders are being invitedfrom the bidders w.r.t.Tender **ID No 2024_ZPHD_776748_1, to 2024_ZPHD_776748_4, 2024_ ZPHD_776904_1 to 2024_ZPHD_776904_4 and 2024_ ZPHD_776831_1 to 2024_ZPHD_776831_4 are dated 30-11-2024. Last date of tender dropping 09-12-2024 up to 06.00 PM. and opening date of tender 12-12-2024 at 10.00 A.M.** For details plz.See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the 23 Nos. development works vide **e-NIT NO : BM/PWD/6014/E-NIT/ 1-16 (1st Call), Tender ID : 2024_MAD_776129_1 to 2024_MAD_776129_16 & e-NIT NO : BM/PWD/6015/E-NIT/ 1-7 (1st Call), Tender ID : 2024_MAD_776337_1 to 2024_MAD_776337_7, Date:- 28/11/2024. Fund : HFA 2018-19.** Bid Submission Start Date (Online): **02.12.2024 at 11.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **12.12.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **16.12.2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

শক্তিগড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শক্তিগড়: রবিবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে ব্যাহত হয় যান চলাচল। জানা গিয়েছে, শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের আমড়া মোড় এলাকার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ডাম্পারের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় বাইক আরোহী আমড়া গ্রামের বাসিন্দা দীনেশ দাস (৩০)। গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসা চলাকালীন রবিবার মৃত্যু হয় বাইক চালক দীনেশ দাসের। মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রামের মানুষ। এরপরই রাস্তায় মৃতদেহ রেখে এলাকাবাসী সহ মৃতের পরিবারের লোকজন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ব্যাহত হয় যান চলাচল। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে উঠে যায় পথ অবরোধ। অবরোধকারীদের দাবি, আন্ডারপাস হওয়ার যে ছাড়পত্র হয়েছে সেটা বহুদিন ধরে গ্রামবাসীরা বলা সত্ত্বেও হয়ে ওঠেনি। আন্ডারপাস করার দাবিতে আগেও বহুবার আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। প্রশাসনের আশ্বাসের পরেও হয়নি আন্ডার পাস। এবার আবারও একটি তরতাজা প্রাণ চলে যাওয়ায় ক্ষোভে গ্রামবাসীদের পথ অবরোধ করেন। দ্রুত আন্ডারপাস হওয়ার দাবি জানিয়েই জাতীয় সড়ক অবরোধ বলে জানায় বিক্ষোভকারীরা।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি, আলু সহ রবি ফসল চাষে ক্ষতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিম্নচাপের জেরে বাঁকুডত্রা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বাঁকুড়া জেলার চাষিরা। একদিকে মরসুমের শুরুতেই এই বৃষ্টিতে আলু সহ অন্যান্য রবি ফসলের ক্ষয়ক্ষতি অন্যদিকে জমি তৈরির পরেও ফসল চাষ পিছিয়ে যাওয়ায় লোকসানের আশঙ্কা করছেন চাষিরা।

চলতি বছর বর্ষায় ভারী বৃষ্টিতে এমনিতেই আমন চাষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বাঁকুড়া জেলায়। আলু সহ রবি ফসল চাষে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন জেলার অনেক চাষি। কিন্তু রবি মরসুমের শুরুতেই বড় ধাক্কা। বাঁকুড়া জেলায় আমন ধান কাটার পর ইতিমধ্যেই কিছু জমিতে আলু সহ অন্যান্য রবি ফসল বুনে ফেলেছেন চাষিরা। অধিকাংশ চাষি জমি তৈরি করে রেখে ফসল বোনার তোড়জোড় করছিলেন। তার মাঝেই নিম্নচাপের জেরে শনিবার থেকে জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। চাষিদের দাবি, যে সমস্ত জমিতে ফসল বোনা হয়ে গেছে সেই জমির বীজ এই বৃষ্টিতে নষ্ট হওয়ার যেমন আশঙ্কা রয়েছে তেমনই যে জমিগুলি ফসল বোনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এই বৃষ্টিতে সেই জমির জো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বীজ বপনের সময় পিছিয়ে যাবে। ফলে কিছুটা হলেও ধাক্কা খাবে উৎপাদন। গতবছর রবি মরসুমের শুরুতেই নিম্নচাপের বৃষ্টিতে জমিতে বোনা আলু বীজ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বহু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বার জমিতে আলু বীজ বপন করতে হয়েছিল। এবারও মরসুমের শুরুতে নিম্নচাপের বৃষ্টি শুরু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন জেলার চাষিরা।

খেলতে বেরিয়ে নিখোঁজ চতুর্থ শ্রেণির দুই যমজ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: প্রত্যেকদিনের মতো রবিবার যমজ দুই বোন খেলতে বেরিয়েছিল সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ, তারপর থেকেই তারা নিখোঁজ বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। নিখোঁজ দুই ছাত্রীর বাবা বাপি বাউড়ি জানান, তার স্ত্রী মেয়ে এবং তাকে ছেড়ে অন্যত্র থাকে। তাই মেয়েদের পড়াশুনা এবং দেখাশোনার জন্য মেয়েদেরকে তার মামার বাড়িতে দাদু দিদার কাছে পাণ্ডবেশ্বররের কুমারডিহি গ্রামের বাউরি পাড়ায় রাখা হয়েছিল। সেখানেই তারা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। রবিবার গ্রামের উদয়ন সংঘ ফুটবল ময়দানে খেলতে বেরিয়েছিল দুই বোন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোকজন তাদের খোঁজাখুঁজি শুরু করে। আশেপাশে এবং স্থানীয় প্রতিবেশীদের তাদের খোঁজ না পাওয়ায় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। নিখোঁজ দুই ছাত্রী বছর দশকের স্নেহা ও শ্রদ্ধার পরনে ছিল জ্যাকেট পাটিয়ালা ফুলপ্যান্ট ও জুতো। এভাবে দিনের আলোয় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ দুই ছাত্রীর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও নিখোঁজ ছাত্রীর বাবা বাপি বাউড়ি জানান, তার স্ত্রী তাকে ও তার মেয়েদের ছেড়ে চলে গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নারী ও শিশু সংক্রান্ত অপরাজিতা বিলে আইন প্রণয়নের দাবিতে হরিপাল ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে হরিপালের বিধায়ক করবী মান্নার উপস্থিতিতে নালিকুল বটতলায় ধরনা অবস্থান কর্মসূচি পালন। ছবি—বনস্পতি দে।

তৃণমূলের ধরনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ধর্ষণ বিরোধী অপরাজিতা বিলকে আইনে বলবৎ করার দাবিতে আউশগ্রাম ২-ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে ধরনা সভা করা হয়। এদিন অমরাগড় ব্লক অফিসের সামনে এই সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম-২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল লালন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বাড়ুই, সহ সাতটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতিরা। এদিন ধরনা মঞ্চ থেকে বিজেপি ও সিপিএমকে ঝাঁটা পেটা করার নিদান দেন ব্লক সভাপতি। তিনি বলেন, সারা বছর যাদের এলাকায় দেখা যায় না, ভোট এলে ধর্মের রাজনীতি করতে এলাকায় আসে। মা বোনদের বলব, ভোট চাইতে আসলে ওদের ঝাঁটা পেটা করুন। পাশাপাশি এদিন আউশগ্রাম ১- ব্লক মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে ধরনা মঞ্চ ও সভা করা হয় দিগনগর ২ পঞ্চায়েত অফিসের সামনে। এদিনের এই ধরনা মঞ্চে ছিলেন আউশগ্রামের বিধায়ক আভেদানন্দ থাণ্ডার, ব্লক সভাপতি অরূপ সরকার সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

তৃণমূলের অবস্থান-বিক্ষোভে উল বুনতে বুনতে অপরাজিতা বিলের সমর্থন সারদা দেবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শীত শুরু হতেই শীতের পোশাকে চাহিদা বাড়ছে। এখন মেশিনে তৈরি উলের সোয়েটার চাহিদা যেমন রয়েছে পাশাপাশি আরো অনেক আধুনিক শীতের পোশাক বাজারে বেরিয়েছে। কিন্তু এক সময় শীতের পোশাক বলতে ছিল উলের তৈরি সোয়েটার। তা আজ প্রায় দেখই যায় না। মানুষের হাতে সময় কমেছে। সোয়েটার বোনার রেওয়াজও কমেছে। তবে সময় বদলালেও এখনো উলের তৈরি পোশাক তৈরি করতে ভালোবাসেন জামালপুর থানার অন্তর্গত আরাসুল এলাকার বাসিন্দা সারদা পড়েল।

সংসারে সারাদিন কাজ, তবে তারই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে ভালোবেসে ফেলেছেন। আর তাই যেখানেই তৃণমূলের কর্মসূচি হয় সেখানেই ছুটে যান সারদা দেবী। রবিবার জামালপুরে তৃণমূলের অবস্থান-বিক্ষোভেও হাজির হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে বিক্ষোভের যখন সবাই স্লোগান দিতে ব্যস্ত তখনই ধরা পরে অন্য ছবি। সারদা পোড়েল বিক্ষোভের মধ্যেই হাতে উলের কাটা নিয়ে আর উল নিয়ে সোয়েটার তৈরির মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন। উলের সোয়েটার বুনতে বুনতে অপরাজিতা বিলের সমর্থন সারদা পোড়েলের।

বাংলার বিধানসভায় পাস হওয়া মহিলা ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত অপরাজিতা বিলটিকে আইনে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে ধরনা কর্মসূচি চলছে তৃণমূলের। রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে চলছে এই কর্মসূচি। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে জামালপুর থানা মোড়ে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

কোতুলপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার রায়বাঘিনি সংলগ্ন ২ নম্বর রাজ্য সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির আহত আরো এক। মৃত ব্যক্তির নাম সাহেব মাঝি বয়স আনুমানিক ৩৯ বছর। বাড়ি ইন্দাস থানার বাজিতপুর গ্রামে। আহত ব্যক্তির নাম সুমন্ত মাঝি। তিনি চিকিৎসাধীন কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্র জানতে পারা যায়, বাজিতপুরের বাসিন্দা সাহেব মাঝি তার বন্ধুকে নিয়ে একটি মোটর বাইক করে ব্যবসার কাজে কোতুলপুরের দিকে আসছিল। কোতুলপুর থানার রায়বাঘিনি সংলগ্ন এলাকায় এসে একই দিকে যাওয়া একটি লরির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে সাহেব মাঝি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বাইকে থাকা ওই দুই বন্ধু। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা ও কোতুলপুর থানার পুলিশ দু'জনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাহেব মাঝিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অপর বন্ধু সুমন্ত মাঝির চিকিৎসা শুরু হয়। এরপর কোতুলপুর থানার পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে।

ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভাতারের ঝর্না গ্রামে পিএইচই কাজ করতে গিয়ে মাটির ধস চাপা পড়ে মারা গেলেন এক শ্রমিক। মৃতের নাম রতন ক্ষেত্রপাল। তার বাড়ি কালনার সহজপুর গ্রামে। রবিবার ওই শ্রমিকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

শনিবার সন্ধ্যায় ভাতারের ঝর্ণা গ্রামে পিএইচই প্রকল্পের পাইপ ফেটে গিয়ে জল বের হচ্ছিল। তিনি যখন কাজ করছিলেন তখন হঠাৎ করে ধস নেমে চাপা পড়ে যান। এরপর সঙ্গে থাকা অন্যান্য শ্রমিক যখন আসেন তখন তাকে উদ্ধার করলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

পুলিশ খবর পেয়ে তার মৃতদেহ শনিবার রাতে ভাতার থানায় নিয়ে যায়। রবিবার তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ওই শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

SBI

এসবিআই মেদিনীপুর ব্রাঞ্চ (০০১৩২)
পো - মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১১০১
ইমেল - sbi.00132@sbi.co.in

ভেহিকেল বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী দুষ্মন্ত মান্না, মোবাইল - ৮০০১১৯৪৭৮১, ইমেল আইডি - sbi.00132@sbi.co.in

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণের) এবং জামিনদার(গণের) প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত বিস্তারিত ভেহিকেলগুলি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট দায়বদ্ধ এবং সেগুলি **"যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ভিত্তিতে দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে, ১২.১২.২০২৪ তারিখে** বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত	ভেহিকেলের বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : অশ্বিনী কুমার খান** লোন এ/সি নং - ৪২৫১৬১৮৬৪৬৪ ২৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া ৯,৩১,৩৩৪ টাকা সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ (প্রপ. আইডি -SBIN42516186464)	কিয়া সোনেট জি১.২ ৫ এমটি এইচটিকে প্লাস রেজি. নং **WB 34 CE 4302;** রং : পরিষ্কার সাদা, : ODO-6900 KM (আনুমানিক) মাস : তৈরির বছর : ১১/২০২৩ সংরক্ষিত মূল্য : ৮,৫৫,৯১০ টাকা বায়না জমা (ইএমডি) ৮৫,৫৯১ টাকা বৃদ্ধির মূল্য : ৫,০০০ টাকা

১) আগ্রহী টেন্ডারদাতারা নিলামে অংশগ্রহণের আগে ভেহিকেল(গুলি) পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট বিবরণ, মান এবং অন্যান্য বিষটে সন্তুষ্ট হন কারণ পরবর্তীতে সফল ডাকের পর আর কোনও অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। ২) অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ক্রয় করা ভেহিকেল গ্রহণ করার এক মাসের মধ্যে নিজস্ব ব্যয়ে নিজ নামে স্থানান্তর করার দায়িত্ব ক্রেতার। প্রযোজ্য কর এবং জিএসটি সরকারি নীতি অনুযায়ী ক্রেতাকে বহন করতে হবে। ৩) ইনডেমনিটি বন্ড স্বাক্ষর করে ভেহিকেল গ্রহণের পর নিজ নামে ভেহিকেল স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত সকল দায়িত্ব ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। ৪) সংশ্লিষ্ট এই বিজ্ঞপ্তি ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণের উদ্দেশ্যেও প্রকাশিত যাতে তারা সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য শুল্ক সহ ১১.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৪ টার মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করতে পারেন। ৫) টেন্ডারদাতা/ক্রেতাকে ই-নিলাম পোর্টালে **https://ebkray.in** তাদের মোবাইল নং ব্যবহার করে নথিভুক্ত করতে হবে এবং ইমেল আইডি কেওয়াইসি ইবিক্রয় দ্বারা অনলাইনে যাচাই করা হবে। যাহোগ টেন্ডারদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি সংযুক্তির পর তা যাচাই করতে ২ কাজের দিন সময় লাগতে পারে। ৬) সংশ্লিষ্ট বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি সম্বলিত বিস্তারিত বিক্রয় নোটিশ ই-নিলাম পোর্টাল **https://ebkray.in** সংযুক্ত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.১২.২০২৪, ১০.১২.২০২৪, ১১.১২.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত)
পর্যবেক্ষণের জন্য যোগাযোগ : ৮২৫০৯১৮৫৭৮ (ডে. ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) /৭৬৭৯৩৩৫৩৪৪ (আরএ- সুজাতা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রা লি.)।
পর্যবেক্ষণের স্থান : এসবিআই, মেদিনীপুর শাখা প্রেমিসেস।
ব্যাঙ্ক বা অনুমোদিত অফিসার কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

তারিখ: ০২.১২.২০২৪
স্থান : মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.১২.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.১২.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৭৯,১১,৩৬৯.০০ টাকা (এক কোটি উনআশি লাখ এগার হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা)** ০৪.০১.২০১৭ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নীলেশ দোশী এবং শ্রীমতি অমি দোশী ঠিকানা** - ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **১,৫৯,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১৫,৯০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি অবস্থিত মৌজা : জগন্নাথপুর, সোনারপুর,জমির এরিয়া ২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট হোল্ডিং নং ৮৭৬, আরএস দাগ নং ৩০৭, জেএল নং ৫১, আরএস নং ৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৩, মিশন পল্লি রোড, ওয়ার্ড নং ০৮, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫০, উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৬৯৫-২০০৭ সালের তারিখ ১৫.০৩.২০০৭, শ্রীমতি অমি দোশী এবং শ্রী নীলেশ দোশী এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩০৭, পূর্বে : প্লট নং দাগ নং ৩০৭, পশ্চিমে : আনসার আলি শেখ এর প্লট।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.১২.২০২৪	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূলের ২ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ মানিকচকের এএসআইয়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের দুই নির্বাচিত সদস্যকে বন্দুক দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ উঠল মানিকচক থানার এক এএসআই-এর বিরুদ্ধে। রীতিমতো আতঙ্কিত ওই দুই শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য পুলিশ অফিসারের কোয়ার্টার থেকে কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার পর রবিবার দুপুরে মানিকচক থানার আইসি সুবীর কর্মকারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূল পরিচালিত মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মইনুদ্দিন মোমিন। যদিও শাসকদলের জনপ্রতিনিধির ওপর বন্দুক নিয়ে হুমকির ঘটনার বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা। মানিকচক থানার আইসি সুবীর কর্মকার অবশ্য

বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলেই মন্তব্য করেছেন।

পুলিশকে অভিযোগে তৃণমূল দলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মইনুদ্দিন মোমিন জানিয়েছেন, ইংরেজবাজার ব্লকের মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুইজন সদস্য মইনুদ্দিন মমিন এবং দুলাল শেখ রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ মানিকচকের চন্ডীপুর এলাকার একটি মোটর বাইক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে থানায় যান। গত ২১ নভেম্বর মিলকির আটগামা গ্রামের এক যুবক জাহাঙ্গীর মোমিন স্কুটি চালিয়ে ফেরার সময় টোটোর ধাক্কায় আহত হন।

তৃণমূলের ওই দুই পঞ্চায়েত সদস্য মইনুদ্দিন মমিন এবং দুলাল শেখ বলেন, মানিকচক থানায় গিয়ে জানতে পারি এই দুর্ঘটনায় তদন্তকারী অফিসার রয়েছে প্রশান্ত মিশ্র। তিনি নিজের কোয়ার্টারে ছিলেন। কোয়ার্টারে গিয়ে কথা বলার সময় হঠাৎই ওই এএসআই নিজের সার্ভিস রিভলবার বের করে পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেন বলেই অভিযোগ। বিষয়টির সামনে আসতেই থানা চত্বর জুড়ে হইচই পড়ে যায়। ঘটনাই পুলিশ কর্মীর এহেন আচরণে পালিয়ে যান পঞ্চায়েত সদস্যরা। গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে মানিকচক থানার আইসির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পঞ্চায়েত সদস্য মইনুদ্দিন মোমিন। এদিকে এই ঘটনার পর মানিকচক থানার ওই এএসআই প্রশান্ত মিশ্রের কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছেন, ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। নির্বাচিত এই দুইজন পঞ্চায়েত সদস্য মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে।

বন্ধ টুরিস্ট ভিসা, সীমান্তে কমেছে পর্যটকদের সংখ্যা, আমদানি রপ্তানি বন্ধের মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বাংলাদেশ অশান্তের কারনে কমছে পর্যটক। বড়সড় প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাণিজ্যে। উত্তর ২৪ পরগনার স্থলবন্দর পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙায় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কমছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ হয়েছে টুরিস্ট ভিসা, ফলে সীমান্তে কমেছে পর্যটকদের সংখ্যা। সেই সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি প্রায় বন্ধের মুখে।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ভারত বাংলাদেশ স্থলবন্দর ঘোজাডাঙা এবং বনগাঁ মহকুমার পেট্রাপোল সীমান্তে বন্ধের মুখে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা। বন্ধ ভিসা, দু থেকে তিনমাস আগে যাদের ভিসা করা সেইসব পর্যটকেরাই শুধু যাতায়াত করছেন। তাও তাদের সংখ্যা খুব কম। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্ত বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আগে ঘোজাডাঙা দিয়ে প্রতিদিন ৪০০ পণ্যবাহী ট্রাক যেত, বর্তমান সংখ্যা ১০০ কম। প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতেও। আগে বাংলাদেশের ১০০ টাকা প্রতি বাটা ছিল ৭২-৭৫ টাকা। বর্তমান তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬৯ টাকায়।

পেট্রাপোল আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পড়েছে। পণ্য আমদানি-রপ্তানির পণ্যবাহী ট্রাক যাতায়াত কমে গিয়েছে। দু'দেশে যাতায়াতকারী মানুষের মধ্যে দেশে ফেরার তাড়াও দেখা যাচ্ছে।' ঘোজাডাঙা সীমান্ত আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জীব মণ্ডলও একই কথা বলেছেন। বাংলাদেশের অস্থিরতার কারণে টাকার বিনিময় মূল্য কমে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চূড়ান্ত প্রভাব পড়েছে। সকলের মধ্যে দেশে ফেরার ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। সঞ্জীব মণ্ডল আরও বলেন, আমরা যেসব পণ্যবাহী জিনিসপত্র রপ্তানি করছি সেগুলো পেমেন্ট অনেক দেরিতে আসছে ডলারের দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে যার কারণে আগের থেকে সীমান্ত বাণিজ্যে অনেকটাই প্রভাব পড়েছে।

আবাস যোজনার তালিকায় রেশন ডিলারের নাম ওঠায় ক্ষোভ সোনাকুলে

হরিশ্চন্দ্রপুর রেশন ডিলারের বাড়ি।

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবাস যোজনায় রেশন ডিলারের নাম ওঠায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাকুল এলাকায়। অভিযোগ, প্রকৃত উপভোক্তাদের অনেকেই পাকাঘর পাওয়ার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। অথচ এই আবাস যোজনায় নাম উঠে এসেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার রেশন ডিলার রফিকুল ইসলামের। পাশাপাশি মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যার কয়েকজন আত্মীয়ের নাম উঠেছে এই তালিকায়। যাদের প্রত্যেকের পাকাঘর রয়েছে। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

উল্লেখ্য, চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাকুল গ্রাম। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর আবাস প্রকল্পের সার্ভে শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন পঞ্চায়েতে প্রাথমিক আবাস যোজনার নামের তালিকা এসেছে। বহু এলাকায় ক্ষোভ বিক্ষোভ ছড়িয়েছে। এবার এই সোনাকুল গ্রামে আবাস যোজনার তালিকায় দেখা গেল ব্যাপক ভুল-ভ্রান্তি। ওই এলাকার বাসিন্দা জ্যোৎস্নারা খাতুন। স্বামী কাজী নজরুল ইসলাম ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। জ্যোৎস্নারা খাতুনের বক্তব্য, অর্থাভাবে পাকা বাড়ি করতে পারিনি। নাম ছিল আবাস যোজনার তালিকায়। সার্ভের সময় প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তার বাড়িতে। কিন্তু তারপরে হঠাৎ তালিকা থেকে বাদ হয়ে যায়। ওই উপভোক্তার আরও অভিযোগ, কি কারণে হল তা জানতেও পারলাম না। অথচ এলাকার রেশন ডিলার থেকে শুরু করে স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্যার আত্মীয়দের যাদের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাস প্রকল্পের তালিকায় নাম রয়েছে।

পঞ্চায়েত সদস্যা লুৎফুন নেসার দেওর তথা এলাকার রেশন ডিলার রফিকুল ইসলাম বলেন, নাম রয়েছে এই তালিকায়। ২০১৮ সালের তালিকায় তার নাম ছিল। তখন তিনি ডিলার ছিলেন না। এখন কিভাবে নাম উঠেছে সেটা বলতে পারব না। তবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে আবেদনে জানিয়েছি এই তালিকা থেকে যেন নামটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর মালিয়র ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি খাতুনের স্বামী ফিরোজ হোসেন বলেন, বেশ কিছু ক্ষেত্রে এরকম অভিযোগ এসেছে। অযোগ্য উপভোক্তাদের নাম বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্লক প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল জানিয়েছেন, অনেকে সার্ভের সময় মিসগাইড করতে পারে। তাই প্রাথমিক তালিকার পর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে চূড়ান্ত তালিকা হবে। এরকম যাদের নাম থাকবে নাম বাদ যাবে।

শুভেন্দুকে 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত' বলে কটাক্ষ মন্ত্রী পুলক রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: নাম-না করে শুভেন্দুকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত বললেন মন্ত্রী পুলক রায়। রবিবার হাওড়া শ্যামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের পূর্ত কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় শুভেন্দু অধিকারীকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত বলে মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর সময় শ্যামপুরে এক

অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য রীতিমতো রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী শ্যামপুরে একাধিকবার আসেন। এবং শ্যামপুরের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নিজেদের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর দিন দুয়েক আগে শ্যামপুরে ঘুরে যান বিজেপি নেতা ঘোষ। এই পরিস্থিতিতে শ্যামপুরের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি কতটা রয়েছে তা দেখে নেওয়ার জন্য রবিবার শ্যামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের এই সভা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী পুলক রায় জানান, 'শ্যামপুরের অস্থির পরিস্থিতি শ্যামপুরের মানুষ করেনি, এর পিছনে বহিরাগতের মদত রয়েছে এমনটা বিশ্বাস করি। পাশাপাশি তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে নাম না করে রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত আখ্যা দিয়ে বলেন শ্যামপুরে এক রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত একাধিকবার ঘুরে গিয়েছেন যাকে অনেকে গদ্দার বলেন। মূলত ধর্মীয় জিগির তুলে শান্ত সহনশীল শ্যামপুরকে অশান্ত করার চক্রান্ত করছে বিজেপি।' অন্যদিকে এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল কটাক্ষের সুরে জানান, 'শ্যামপুরে যতবার বিজেপি নেতারা এসেছেন ততবারই বিজেপির ঘরে ভাঙন ধরেছে। তাই বিজেপি নেতারা শ্যামপুরে এলে তৃণমূল কংগ্রেসের লাভ। এ ধরনের নেতাকে আমরা শ্যামপুরে স্বাগত জানাচ্ছি।'

খিচুড়ি সেন্টারের তকমা মুছে আদর্শ শিক্ষালয় হয়ে ওঠায় খুশি খানাকুলবাসী

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ভিত তৈরি করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা ওই কেন্দ্রগুলি দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় 'খিচুড়ি সেন্টার' নামে পরিচিত। সেই তকমা তুলে দিয়ে শিশুদের আদর্শ পঠন পাঠনের সেন্টার হয়ে উঠল খানাকুলের জগৎপুরের বাড়নন্দনপুর গ্রমের আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। আর সেই ভাঙাচোরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নয়। ভোল বদলে গেছে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ভিত তৈরি করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা ওই কেন্দ্রগুলি দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় 'খিচুড়ি সেন্টার' নামে পরিচিত। শিশুরা আসত না, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা খিচুড়ি পরিবারের লোকরা নিয়ে চলে যেতেন। এবার কেন্দ্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে প্রকৃত শিশু আলয় হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকে। খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে নাকি লক্ষাধিক টাকা খরচ করে এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের (আইসিডিএস) আওতায় কাজ করা হয়। খানাকুল দুই নম্বর ব্লকে নতুন মডেলের এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি প্রকল্পের লক্ষ্যপূরণে নিশ্চিতভাবে সফলতা আনবে বলে মনে করছেন বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি। ওই এলাকার একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ খায়রুল ইসলাম বলেন, এই রকম সাজানো কেন্দ্র দেখলে শিশুদের ভালো লাগবে, মনের আনন্দে খেলবে, বিভিন্ন জীবজন্তু, অক্ষর দেখে অভ্যস্ত হবে এবং সর্বোপরি কেন্দ্রে যেতে চাইবে। রমা মালিক নামে এক অভিভাবিকা

বলেন, আগে সেন্টারমুখী হতে চাইত না শিশুরা। এখন তাকে এখানে নিয়ে আসতে বলে বাড়িতে বায়না করে। অপরদিকে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, বিজেপি কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে শিশুদের পঠন পাঠনের উপযোগী করে তোলা হয় বারনন্দনপুর এলাকার আইসিডিএস সেন্টারটিকে।

পানগড় প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে পানাগড়ে অনুষ্ঠিত আইপিএল এর ধাঁচে পানগড় প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। শনিবার থেকে শুরু হয়েছে পানগড় বাজারের একটি ক্লাবের মাঠে আইপিএল এর ধাঁচে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। রবিবার বিকালে খেলা দেখতে ও প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে খেলার মাঠে হাজির হন মন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মকে সবুজ ঘাসের মাঠে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সংগঠনকে আর্থিক সহায়তা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। এদিন মন্ত্রী ছাড়াও মাঠে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নব কুমার সামন্ত ও খেলার উদ্যোক্তা পল্লব বন্দোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

ড. সুকান্ত মজুমদারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক সুরক্ষা এবং খনন করার লক্ষ্যে ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট। বালুরঘাটের সাংসদ তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের নিকট এদিন গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি প্রদান করার সময় উপস্থিত ছিলেন ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সহ-সম্পাদক সূরজ দাশ এবং কার্যকরী সদস্য সংহিতা সরকার।

দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর ও মালদা জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এই স্মারকলিপির মাধ্যমে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ। বিশাল প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য এবং গুরুত্ব সহ প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলি যা গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেগুলোর সংরক্ষণ অতি আবশ্যিক বলে দাবি করেন ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ। পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির নতুন মাত্রা আবিষ্কারের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং খনন করার আবশ্যকতার উপর জোর দেন পরিষদের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, ড. সুকান্ত মজুমদার পরিষদের এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন এবং তিনি জানিয়েছেন, জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও খননের জন্য তিনি দিল্লি সরকারের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বর্ষীয়ান অধ্যাপক হিমাংশু কুমার সরকার বলেন, আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে ড. সুকান্ত মজুমদারের আলোকিত নির্দেশনায় আশেপাশের এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

প্রেমিককে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগের সাজা শোনাল আদালত

দোষী সাব্যস্ত প্রেমিকা, দোষীকে যাবজ্জীবন সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্বামী ছেড়ে গিয়েছেন। এরপর আরও একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রেমিকা। তবে সেই সম্পর্কের অধঃপতন হওয়ায় প্রেমিককে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ ওঠে মহিলার বিরুদ্ধে। প্রায় দশ বছরের মাথায় সেই মামলার সাজা শোনাল আদলত। দোষী সাব্যস্ত হল প্রেমিকা। দোষীকে যাবজ্জীবন সাজা দিল বিচারক। ঘটনাটি ২০১৫ সালের ১৪ জুন। মধ্য রাতে জাঙ্গিপাড়া থানার লক্ষ্মণপুর গ্রামে বাড়ির পাশে আশ্রমে ঘুমিয়ে ছিলেন শক্তিপদ। ঠিক তার পাশেই থাকতেন আরতি বারিক। অভিযোগ, আরতি সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে দেয় শক্তিপদর গায়ে। সেই অ্যাসিড ঝলসানো শরীর নিয়ে শক্তিপদ তাঁর পরিবারকে জানান, আরতি তাঁর গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে পালিয়েছে। তারপর শক্তিপদকে প্রথমে জাঙ্গিপাড়া ও পরে কলকাতা এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৮ জুন ২০১৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে আরতিকে গ্রেপ্তার করে।

দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এই মামলা। এরপর শনিবার মামলার প্রায় নয় বছরের মাথায় শ্রীরামপুর আদালতের দ্বিতীয় ফার্স্ট ট্রাক বিচারক নাইয়ার আজম খান আরতিকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনালেন। শ্রীরামপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ঘটনার তদন্তকারী অফিসার অমল মণ্ডল সঠিক সময়ে চার্জসিট জমা দেন। মৃতের বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিকে পাঠান। মামলায় ১৪ জন স্বাক্ষী দিয়েছে। আদালত সমস্ত কিছু শুনানির পর আরতি বারিককে দোষী সাব্যস্ত করে। যাবজ্জীবন সাজা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও এক মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। গ্রেপ্তারের পর থেকে জেলেই ছিলেন অভিযুক্ত।'

মৃতের ছেলে জয়ন্ত রায় বলেন, 'বাবা অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছে। বাবার খুনির শাস্তি হতেই বাবার আত্মা শান্তি পাবে। আমরা পুলিশ ও আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ।' এই মামলার সরকারি আইনজীবী জানান, 'এই মামলার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মৃত্যুকালীন জবানবন্দি এবং ফরেনসিক প্রমাণ। যা পুলিশ ঠিকমতো আদালতে পেশ করতে পেরেছিল।'

জয়ী বিধায়ককে সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতাদি সংগঠনের মেদিনীপুর জেলার পক্ষ থেকে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হল মেদিনীপুর ২৩৬ বিধানসভার নব নির্বাচিত বিধায়ক সুজয় হাজরার সঙ্গে। লোকসভা ভোট হোক বা পঞ্চায়েত এমনকী পুরসভা নির্বাচনেও সংগঠনের তরফ থেকে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালানো হয়েছে, ব্যতিক্রম হয়নি উপনির্বাচনের ক্ষেত্রেও। সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে আইডাবলুএম এর মেদিনীপুর জেলা সংগঠন সামাজিক মাধ্যম ও মাঠে ময়দানে প্রচার চালিয়েছে আইডাবলুএম। আগামীদিনে সামাজিক মাধ্যমে দলীয় প্রচারকে জোরদার করতে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপক্ষে জনমত গড়তে তাঁরা আলোচনা করলেন সুজয়বাবুর সঙ্গে। জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে ছিলেন সভাপতি বরুণ সেনগুপ্ত, ঝাড়গ্রাম জেলা আইডাবলুএম এর সভাপতি সন্দীপ পাত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে ছিলেন কোর কমিটির অন্যতম সদস্য বাপ্পা শা।

ধরনায় মহিলা তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: 'অপরাজিতা' বিলকে আইনে পরিণত করতে কাঁকসা ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধরনায় বসলেন মহিলা তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে রবিবার 'অপরাজিতা' বিলকে আইনি স্বীকৃতির দাবিতে ধরনায় বসার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতো রবিবার বিকালে পানগড় বাজারে ধরনায় বসে মহিলা তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই ধরনা মঞ্চে কাঁকসা ব্লকের প্রতিটি প্রান্ত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মী সমর্থরা যোগ দেন। এদিন ধরনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী দেবযানী মিত্র।

দেবযানী মিত্র বলেন, মহিলা ও শিশু নির্যাতন রুখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাশ করেছেন। কিন্তু সেই বিল আইনত কার্যকর করতে কেন্দ্রের অনুমোদনের দরকার। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার সেই অনুমোদন না দেওয়ার কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই দাবি নিয়ে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের ডাক দেন। সেই মতো রাজ্য জুড়ে মহিলারা রবিবার মঞ্চ করে ধরনায় বসেন।

নাবালিকাকে বিয়ে, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: নাবালিকাকে বিয়ে করে ধৃত এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম সৌরভ কীর্তনীয়া (২৭)। শনিবার বনগাঁ থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃতকে বনগাঁ আদালতে তোলা হলে আদালত অভিযুক্তকে জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, বনগাঁ থানা এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে দেখে পছন্দ হয় সৌরভ কীর্তনীয়ার। দু'জন দুজনকে দেখে ভালো লেগে যায়। শুক্রবার দুই পরিবারের পক্ষ থেকে এলাকার একটি মন্দিরে গিয়ে বিয়ে দেন তাঁরা। বিয়ের কথা জানতে পেরে বনগাঁ থানায় খবর দেয় স্থানীয়রা। তদন্তে নেমে শনিবার অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অপরাজিতা বিল আইন প্রণয়নের দাবিতে ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে মহিলা তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নারী ও শিশু সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের অপরাজিতা বিল আইন প্রণয়নের দাবিতে রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড়ে শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হল ধর্না ও অবস্থান কর্মসূচি। এদিনের এই অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেন শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব সহ এলাকার মহিলারা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ, ঝাড়গ্রাম পুরসভার কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এছাড়াও নয়াগ্রাম ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নয়াগ্রামের খড়িকামাথানিতে রাজ্য সরকারের অপরাজিতা বিল আইন প্রণয়নের দাবিতে আয়োজিত হয় ধরনা ও অবস্থান কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা বেরা, নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ, তৃণমূল নেতা সুকুমার বারিক সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি একই ইস্যু নিয়ে রবিবার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের রাণ্টুয়া বাজারে ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হল ধরনা ও অবস্থান কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল সহ অন্যান্য মহিলা নেতৃত্বরা। গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের

উদ্যোগে গোপীবল্লভপুর বাজারে আয়োজিত হল অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেফালি মুর্মু মান্ডি, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হেমন্ত ঘোষ, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সত্যরঞ্জন বারিক, লোকেশ কর সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

ফেনজলের তাণ্ডবের পর নিম্নচাপে পরিণত, মৃত ৩

পুদুচেরি, ১ ডিসেম্বর: শনিবার রাতভর ঘূর্ণিঝড় ফেনজলের তাণ্ডব থাকলেও, রবিবার সকালে তা শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। দুর্যোগের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত চেন্নাই-পুদুচেরির বিস্তীর্ণ এলাকা। গত তিরিশ বছরে একদিনের সর্বোচ্চ ৪৬ সেন্টিমিটার বৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছে পুদুচেরি। চেন্নাইয়ে ফেনজলের প্রকোপে তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

জানা গিয়েছিল, শনিবার বিকেলে তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূলের মাঝে মহাবলীপুরমের কাছাকাছি স্থলভাগে প্রবেশ করতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় ফেনজল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা প্রবেশ করে রাতের দিকে। অনেক গভীর রাত পর্যন্ত 'ল্যান্ডফলে'র প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ভোরের দিকে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। ফেনজলের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯০ কিমি।

দুর্যোগের মোকাবিলা করতে তামিলনাড়ুর বহু স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। আগে থেকেই ছোট নৌকো, জেনারেটর, মোটর পাম্প, গাছ কাটার শ্রমিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছিল। সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয় মৎস্যজীবীদের। দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল বিমান চলাচল। প্রায় ১৬ ঘণ্টার বিরতিশেষে রবিবার ভোর চারটে থেকে ফের বিমান ওঠানামা শুরু হয়েছে চেন্নাই বিমানবন্দরে। তবে বহু উড়ানই বাতিল হয়েছে বা দেরিতে উড়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

শনিবার থেকেই ফেনজলের বৃষ্টির সম্মুখীন হয় চেন্নাই ও তার নিকটবর্তী জেলাগুলি। পাশাপাশি পন্ডিচেরিতেও একই দৃশ্য দেখা যায়। ল্যান্ডফলের সময় এগনোর সঙ্গেই আবহাওয়ার অবনতি হয়েছে। ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। বিমান পরিষেবার মতোই বিঘ্নিত হয় ট্রেন ও বাস চলাচলও। ফেনজলের প্রকোপে চেন্নাইয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। তাঁদের মধ্যে একজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। বাংলার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ফেনজলের প্রভাব পড়েছে। শনিবার বৃষ্টি হয়েছে অনেক জেলায়।

নবদম্পতিদের দুয়ের বেশি সন্তান জন্মের পরামর্শ আরএসএস প্রধানের

নাগপুর, ১ ডিসেম্বর: কমপক্ষে ২ থেকে ৩ সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত বলে সম্প্রতি আরএসএসের এক সভায় উপস্থিত হয়ে নবদম্পতিদের তিনি বার্তা দিলেন মোহন ভাগবত।

নাগপুরের এই জনসভায় উপস্থিত হয়ে ভাগবত বলেন, 'কোনও সন্দেহ নেই যে জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। আধুনিক জনসংখ্যা শাস্ত্র বলে কোনও সমাজের জনসংখ্যার হার ২.১ শতাংশের নীচে নেমে গেলে, সেই সমাজ ধ্বংসের মুখে চলে যায়। কাউকে মারতে হবে না, কোনও সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হলে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশ্বে এর উদাহরণ বহু রয়েছে। ফলে জনসংখ্যা ২.১-এর নীচে নামা কোনও ভাবেই উচিত নয়।'

একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের জনসংখ্যা নীতি ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালে তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে বলা হয়, যে কোনও সমাজের জনসংখ্যা ২.১-এর নীচে নামা উচিত নয়। ফলে যদি ২.১-এই হার বজায় রাখতে হয় সেক্ষেত্রে দুয়ের অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া আবশ্যক। এটাই বলছে জনসংখ্যা বিজ্ঞান।' কোনও সম্প্রদায়ের নাম না নিলেও ভাগবতের এই বার্তা হিন্দু সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেই বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে দেশে হিন্দুদের জনসংখ্যা ৭.৮ শতাংশ কমে গিয়েছে। এহেন সময়ে ভাগবতের এই বার্তা হিন্দু সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেই বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, চিনকে ছাপিয়ে জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্ব তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ভারত। যদিও সেই তালিকাকে ফুঁৎকারে উড়িয়ে দক্ষিণের রাজ্য থেকে বার বার অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার আরজি জানিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। এবার সেই সুর শোনা গেল আরএসএস প্রধানের মুখে। প্রসঙ্গত, জনসংখ্যার নিরিখে ইতিমধ্যেই বিশ্ব তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ভারত। তবে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে আরও বেশি বেশি করে সন্তান জন্ম দেওয়ার বার্তা দেশের নেতাদের। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আপ একাই লড়ার ঘোষণা কেজরির

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি একাই লড়বে বলে রবিবার ঘোষণা করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জানিয়ে দিলেন, ইন্ডিয়া জোট নয়, একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। নিঃসন্দেহে তাঁর এই মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মনে করা হচ্ছে, এর ফলে বড়সড় ধাক্কা খেল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট।

তবে এই প্রথম নয়। এর আগে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেই পঞ্জাবে ১৩টি কেন্দ্রের সব কটিতেই প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেসের জোট করার প্রস্তাবে সাড়া দেননি আপ সুপ্রিমো। একই অবস্থা দেখা যায় হরিয়ানাতেও। সেখানে বিধানসভা নির্বাচনে বার বার আলোচনা হলেও আসন ভাগাভাগিতে মতানৈক্য থাকায় জোট সম্ভব হয়নি। এবার দিল্লিতেও 'একলা চলো' নীতিই নিলেন কেজরি।

বছর ঘুরলেই দিল্লি বিধানসভার ভোট। যদিও এখনও দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি কমিশন। তবে মনে করা হচ্ছে, নতুন বছরের একেবারে শুরুতে ফেব্রুয়ারির আগেই ভোট হতে পারে। তার আগে গত মাসে আচমকাই নির্বাচনের ১১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দেয় আম আদমি পার্টি। ১১ আসনের মধ্যে ৬টিতেই দলের বিধায়কদের টিকিট দেয়নি আপ। সেখানে বিজেপি ও কংগ্রেস থেকে আসা প্রাক্তন বিধায়ক কিংবা সাংসদকে প্রার্থী করেছে আম আদমি পার্টি। রবিবাসরীয় ঘোষণার পর পরিষ্কার, ৭০ আসনের বিধানসভা নির্বাচনের সব কেন্দ্রেই থাকবে ঝাড়ু শিবিরের প্রার্থী। বলে রাখা ভালো, গতবার ৭০টির মধ্যে ৬২ আসনেই জিতেছিল আপ। কিন্তু এবার তাদের লড়াই কঠিন হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিজেপিকে টেক্কা দিতে অন্যদের ওপরে ভরসা করে একা লড়তে চাইছে আপ।

ইভিএম হ্যাক সম্ভব! কড়া পদক্ষেপ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: নির্বাচন কমিশনের ভোট গ্রহণ যন্ত্র নিয়ে বিতর্কের মাঝেই প্রকাশ্যে এল এক ভিডিও। সেখানে এক ব্যক্তি ইভিএম হ্যাক করা সম্ভব এবং তিনি তা করতে পারেন বলে দাবি করেছেন। ভাইরাল ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা। এই ভিডিওর প্রেক্ষিতেই এবার কড়া পদক্ষেপ করল কমিশন। ভিডিওটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে অভিযোগ তুলে মুম্বই পুলিশের সাইবার শাখায় অভিযোগ জানালেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও ব্যক্তি ইভিএম নিয়ে মিথ্যা দাবি এবং অপপ্রচার করলে, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করবে কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম সৈয়দ সুজা। ভাইরাল ওই ভিডিওতে ব্যক্তির দাবি, তিনি ইভিএমের ফ্রিকোয়েন্সিতে হেরফের ঘটিয়ে সেটি হ্যাক এবং তথ্যের কারচুপি করতে পারেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই ভিডিও কমিশনের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে কমিশন। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

ইভিএম নিয়ে এহেন দাবি এই প্রথমবার নয়, ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই দাবি করেছিলেন সুজা। তার প্রেক্ষিতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলায় দিল্লি পুলিশের তদন্তের মাঝেই এবার নতুন করে মুম্বইয়ে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান, দিল্লি ও মুম্বই পুলিশ যৌথ ভাবে এই মামলার তদন্ত করবে।

একইসঙ্গে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ইভিএম একেবারে সুরক্ষিত। এটি ওয়াইফাই বা ব্লুটুথ কোনও কিছুর সঙ্গে সংযোগ করা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট বার বার ইভিএমের ওপর ভরসা রাখার কথা জানানোর পরও এই ধরনের গুজব ছড়ানো হলে তা গুরুতর অপরাধ এবং এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কমিশন কড়া পদক্ষেপ করবে।

ফের দাম বাড়ল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: বছর শেষে ফের দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের। ডিসেম্বরের প্রথম দিনেই ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১৫.৫ টাকা বাড়ল। অর্থাৎ বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের জন্য এখন খরচ হবে ১, ৯২৭ টাকা। যদিও ১৪.২ কেজির ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দাম একই রাখা হয়েছে।ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও গত অগস্ট মাস থেকে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বেড়েই চলেছে। বছরের শেষে ডিসেম্বরে সেই ধারা অব্যাহত রেখে কলকাতায় বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১৫.৫ টাকা বেড়ে ১,৯২৭ টাকা হয়েছে। চেন্নাইতে এই দাম ১৬ টাকা বেড়ে হয়েছে ১,৯৮০.৫ টাকা। দিল্লি এবং মুম্বইয়ে ১৬.৫ টাকা করে বেড়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম যথাক্রমে ১, ৮১৮.৫ টাকা এবং ১,৭৭১ টাকা হয়েছে। রবিবার মধ্যরাত থেকেই নয়া দামে সিলিন্ডার কিনতে হবে ব্যবসায়ীদের। প্রসঙ্গত, শেষবার বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারে ছাড় মিলেছিল গত জুলাই মাসে।

লাগাতার বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ায় ক্ষুব্ধ দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। বিশেষত, হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং ছোট দোকানদাররা এই গ্যাস কেনেন। ফলে প্রতিমাসে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ায় সমস্যায় পড়ছেন ব্যবসায়ীরা। একদিকে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অন্যদিকে লাগাতার এই দাম বৃদ্ধির জেরে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়লেও কোনও বদল হয়নি ভর্তুকিহীন ১৪.২ কেজির রান্নার গ্যাসে।

৩০ হাজার ডলারের বন্ডের ভিত্তিতে জামিন পেলেন খলিস্তানি নেতা অর্শদীপ

ওটায়া, ১ ডিসেম্বর: কানাডার আদালতে জামিন পেল কুখ্যাত খলিস্তানি জঙ্গি অর্শদীপ দাল্লা। তার প্রত্যর্পণ দাবি করে একাধিকবার কানাডা সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে ভারত। গত বছর জানুয়ারি মাসে অর্শদীপকে 'জঙ্গি' তকমা দেওয়া হয়। এনআইএর তালিকায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবেও রয়েছে অর্শদীপের নাম। গত অক্টোবর মাসে অর্শদীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা যায়, গুরজন্ত সিং নামে আরেক গ্যাংস্টারের সঙ্গে গাড়িতে চেপে যাচ্ছিল অর্শদীপ। সেই সময় গাড়ির ভিতরে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র থেকেই গুলি বেরিয়ে গিয়ে আহত হয় কুখ্যাত জঙ্গি। বাধ্য হয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় দুজনকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফেই গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। কিন্তু পুলিশের সামনে দুই গ্যাংস্টার জানায়, দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে তাদের উপরে। ঘটনার তদন্ত করতে নেমে অর্শদীপের বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। তার পরেই দুই গ্যাংস্টারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সেই মামলাতেই সম্প্রতি জামিন পেয়েছে অর্শদীপ। সূত্রের খবর, ৩০ হাজার ডলারের বন্ডের ভিত্তিতে জামিন পেয়েছে খলিস্তানি নেতা। তবে মামলার শুনানি চলবে কানাডার আদালতে। উল্লেখ্য, অক্টোবর মাসে অর্শদীপ গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই ভারতের তরফে একাধিকবার কানাডা প্রশাসনের কাছে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। তার জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রেও ভারতের প্রবল আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও জামিন দেওয়া হয়েছে অর্শদীপকে।

এবার এফবিআইয়ের ডিরেক্টরের পদে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ প্যাটেল

ওয়াশিংটন, ১ ডিসেম্বর: নয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্যাবিনেটে গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেক ভারতীয়ই স্থান পেয়েছেন। এবার এফবিআইয়ের ডিরেক্টরের বেছে নেওয়া হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ প্যাটেলকে। বরাবরই ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বাগ্মী আইনজীবী কাশের পুরো নাম কাশ্যপ প্রমোদ প্যাটেল।

কে এই কাশ? বাবা উগান্ডার ও মা তানজানিয়ার হলেও তাঁর জন্ম মার্কিন মুলুকেই। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে গুজরাতের যোগসূত্র রয়েছে। কাশের পড়াশোনা নিউইয়র্কে হলেও ফ্লোরিডায় শুরু কর্মজীবন। প্রথমে স্টেট পাবলিক ডিফেন্ডার এবং পরে ফেডেরাল পাবলিক ডিফেন্ডার হিসেবেও কাজ করেছেন।

মার্কিন প্রশাসনিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত তিনি। মার্কিন জঙ্গিবিরোধী কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। হোয়াইট হাউসেও তিনি কাজ করেছেন। এনএসসির সিনিয়র ডিরেক্টর পদে ছিলেন তিনি। বরাবরই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। এবার ট্রাম্প ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পরই তাঁকে বেছে নিলেন এফবিআই ডিরেক্টর হিসেবে।

প্রসঙ্গত, কাশের মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার হয়ে যায় ক্রিস্টোফার রে-র নিষ্ক্রমণ। ২০১৭ সালে ক্রিস্টোফারকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। মনে করা হচ্ছে, ক্রিস্টোফারের উপরে অসন্তুষ্ট ছিলেন ট্রাম্প। আর তাই এবার তাঁকে সরিয়ে বেছে নিলেন কাশকে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ট্রাম্পকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'আমি এই ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত যে এফবিআইয়ের পরবর্তী ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করবেন।' কাশের ভূয়সী প্রশংসা করে ট্রাম্প আরও লেখেন, 'কাশ একজন দুর্দান্ত আইনজীবী, তদন্তকারী এবং 'আমেরিকা ফার্স্ট' লড়াকু যিনি নিজের গোটা কেরিয়ার জুড়ে অনেক দুর্নীতি ফাঁস করেছেন এবং ন্যায়ের জন্য লড়ে মার্কিন নাগরিকদের রক্ষা করেছেন।'

অভিযানে ৭ জন মাওবাদীর মৃত্যু

মুলুগু, ১ ডিসেম্বর: পুলিশের অভিযানে তেলেঙ্গানার মুলুগুতে অন্তত ৭ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে মাও নেতা বদ্রু ওরফে পাপান্না। ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, রবিবার সকালে তেলেঙ্গানার মুলুগু জেলার এতুরনাগারামের চালপাকা অরণ্যে অভিযান চালায় পুলিশ ও নকশাল-বিরোধী বিশেষ বাহিনী 'গ্রেহাউন্ড'। আর এরপরই গুলির লড়াইয়ে হত ৭ মাওবাদী। এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দু'টি একে ৪৭-সহ বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে ছত্তিশগড়ের সুকমায় অন্তত ১০ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল গত মাসে। এবার তেলেঙ্গানায় খতম ৭ মাওবাদী।

প্রসঙ্গত, মাওবাদকে দেশ থেকে নির্মূল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্র। সম্প্রতি এই বিষয়ে বার্তা দিয়ে অমিত শাহ বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, লড়াই এখন শেষ পর্যায়ে। চূড়ান্ত হামলার সময় এসেছে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আমরা দেশ থেকে মাওবাদ নির্মূল করব।' তিনি আরও জানিয়েছিলেন, মাওবাদীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য এর মধ্যেই নানা পরিকল্পনা ছকতে শুরু করেছে কেন্দ্র। এ যে নিছক মুখের কথা নয়, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানই তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের মধ্যে ভারতকে মাওবাদী মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্যপূরণের পথে আরও একধাপ এগোল দেশ।

বেলজিয়ামে যৌনকর্মীরা এবার পাবেন পেনশন ও মাতৃত্বকালীন ছুটি-সহ নানা সুযোগ সুবিধা

ব্রুসেলস, ১ ডিসেম্বর: যৌনকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বেলজিয়ামে। বিশ্বে প্রথমবার যৌনকর্মীরা পাবেন পেনশন, মাতৃত্বকালীন ছুটি, স্বাস্থ্যবিমা-সহ নানা সুযোগ সুবিধা। কর্মক্ষেত্রে আর বঞ্চনার শিকার হবেন না যৌনকর্মীরা, ঐতিহাসিক ঘোষণার পর দাবি করল বেলজিয়াম সরকার।

২০২২ সালে বেলজিয়ামে যৌন পেশাকে বৈধতা দেওয়া হয়। এছাড়াও জার্মানি, গ্রিস, নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক-সহ আরও কয়েকটি দেশে যৌনবৃত্তি বৈধ। তবে অন্য পেশাজীবীদের মতোই যৌনকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের চুক্তির আওতায় আনার ঘটনা বেলজিয়ামেই প্রথম ঘটল। বেলজিয়ামে যৌনকর্মীদের জন্য যে আইন আনা হয়েছে, তার বলে এবার থেকে কর্মসংস্থানের শংসাপত্র দেওয়া হবে যৌনকর্মীদের। তাঁরা এবার থেকে পেনশন, মাতৃত্বকালীন ছুটি, স্বাস্থ্যবিমা, অসুস্থতাজনিত ছুটিও পাবেন। মূল লক্ষ্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং আইনি সুরক্ষা দেওয়া। সেই কারণেই 'প্যানিক বাটন'-এর মতো সুবিধা আনা হচ্ছে। 'খদ্দেরের' ব্যবহার বা কাজে অস্বস্তি বোধ করলে এই বোতামে চাপ দিয়ে সাহায্য চাইতে পারবেন যৌনকর্মীরা। যদিও এর পরেও নতুন আইন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিশ্বের আদিমতম জীবিকা দেহব্যবসাকে বৈধতে দেওয়া, তার জন্য আইন আনা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। বেলজিয়ামেও সমালোচকরা যুক্তি দেন, আইন এনে যৌনকর্মীদের সুরক্ষাপ্রদানের অর্থ হল দেহব্যবসা এবং মহিলা পাচারের মতো সমস্যাগুলিকেও আইনি বৈধতা দেওয়া। পালটা যুক্তিতে বলা হয়, যৌনকর্মীদের জন্য এই আইন আনলে এই পেশায় যাঁরা নিয়োগ দেন, তাঁদের জুলুম বন্ধ হবে। এই বিতর্কের ঝড় উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত যৌনকর্মীদের জন্য যুগান্তকারী আইন আনল বেলজিয়াম সরকার। এর ফল কেমন হবে? আদৌ কতটা সামাজিক সুরক্ষা পাবেন এই পেশায় যুক্ত মানুষগুলো? এর উত্তর ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।

আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২ শর্তে হাইব্রিড মডেলে রাজি পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজন নিয়ে এক দিন আগেও আইসিসিকে হাইব্রিড মডেল বাদ দিয়ে বিকল্প ভাবতে বলেছে পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানই এবার সুর নরম করে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজনে রাজি!

না, আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) এমন অবস্থানের খবর দেওয়া হয়েছে। খবরে প্রকাশ, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে পিসিবি;(১) আইসিসির রাজস্ব আয় থেকে পিসিবির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং (২) ২০৩১ সাল পর্যন্ত ভারত যতগুলো বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের স্বত্ব পেয়েছে, সেগুলোও হাইব্রিড মডেলে হতে হবে।

পাকিস্তান অবজারভারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। তবে টুর্নামেন্টের বেশিরভাগ ম্যাচ হবে পাকিস্তানে। ফাইনালের ভেন্যু লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম। কিন্তু ভারত যদি ফাইনালে ওঠে, তাহলে লাহোরের পরিবর্তে আরব আমিরাতে খেলা হবে।

আইসিসির বর্তমান আর্থিক মডেল অনুযায়ী, রাজস্ব আয় থেকে সবচেয়ে বেশি ৩৮.৫০ু পেয়ে থাকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই), যা বছরে ২৭৫০ কোটি টাকারও বেশি। পিসিবি পায় মাত্র ৫.৭৫ু, যা বছরে ৪২৩ কোটি ৪০ হাজার টাকার মতো। কিন্তু হাইব্রিড মডেলের জন্য পাকিস্তানের শর্ত মানা হলে আইসিসি থেকে দেশটির জন্য রাজস্ব বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

এ ছাড়া আগামী ৭ বছরে ভারতে যতগুলো বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা, পিসিবির শর্ত অনুযায়ী বিসিসিআইকে সেসব টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে হবে। অর্থাৎ, ভারত সরকার পাকিস্তানে রোহিত,কোহলি, বুমরাদের না পাঠানোয় পাকিস্তান সরকারও বাবর,রিজওয়ান, আফ্রিদিদের ভারতে পাঠাবে না।

২০২৫ থেকে ২০৩১;এই ৭ বছরে ভারতে আইসিসির ৪টি বড় ইভেন্ট হওয়ার কথা। ২০২৫ মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৬ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও ২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এই চার টুর্নামেন্ট খেলতে পাকিস্তান দল ভারতে যাবে না।

দুবাইয়ে অবস্থানরত পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি গতকাল অনূর্ধ্ব,১৯ এশিয়া কাপে ভারত, পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানের ৪৩ রানে জেতা ম্যাচটি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাকভি বলেন, 'দেখুন, (ভেতরে ভেতরে) অনেক কিছুই চলছে। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে বেশি কথা বলতে চাই না। কারণ, এতে সবকিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে। আমরা আমাদের দিকটা আইসিসিকে জানিয়েছি, ভারত ওদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।'

হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনে পাকিস্তান রাজি কি না;এমন প্রশ্নের উত্তরে নাকভি বলেন, 'এমন একটি পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে, যেন দুই দেশই জেতে। আমরাও জিতি, ভারতও জেতে। আমরা শুধু দেখব কোনো কিছু যেন একতরফাভাবে না হয়। ক্রিকেটের ভালোর জন্য যেটা করতে হয়, সেটাই করব। এমন যেন না হয় যে ভারত আমাদের দেশে কখনোই খেলতে আসবে না আর আমরা বারবার ভারতে যাব।'

ভবিষ্যতে এক দেশ আরেক দেশে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারটিকে হাইব্রিড মডেল মনে করেন না নাকভি, 'এটা কোনোভাবেই হাইব্রিড ফর্মুলা হবে না, নতুন কোনো ফর্মুলা হতে পারে। সেক্ষেত্রেও আমরা দেখব সবকিছু যেন সমান,সমান থাকে। পাকিস্তানের সম্মান আমাদের কাছে আগে। দিন শেষে আমাদের চাওয়া ক্রিকেটের জয় হোক।'

রাজনৈতিক বৈরিতায় ২০০৮ সালের পর পাকিস্তান সফরে যায়নি ভারত ক্রিকেট দল। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মতো ২০২৩ এশিয়া কাপেরও একক আয়োজক ছিল পাকিস্তান। কিন্তু ভারত সরকার পাকিস্তানে দল না পাঠানোয় পিসিবিকে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে হয়, যা ক্রিকেট বিশ্বে হাইব্রিড মডেল নামে পরিচিতি পায়।

আগামী বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হওয়ার কথা। ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া টুর্নামেন্টের অন্য ছয় দল বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। পিসিবির শর্ত আইসিসি মেনে নেয় কি না, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

ছোট মাঠেই অসংখ্য মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে থাকে প্রতিভাবানরা। ব্যস্ততার মাঝেও ছোটমাঠে সময় দেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সময় কাটালেন অ্যালবার্ট স্পোর্টিং ক্লাবে। উৎসাহিত করলেন সেখানকার ক্রিকেটারদের। ক্রিকেটারদের পাশাপাশি ছিলেন ক্রিকেট কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীও।

কলকাতায় ম্যারাথনে অংশ নিতে পারেন ঝুলন গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি: এর আগে টাটা ম্যারাথনে অনেক তারকা এসেছেন, এবার আসবেন সোল ক্যাম্পবেল। সেইসঙ্গে দেখা যাবে প্রাক্তন ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেত্রীকেও। ঝুলন তো ম্যারাথনে অংশ নেওয়ারও ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে ইতি টানার পর কেটে গিয়েছে ২ বছর। ঝুলন ম্যারাথনের ইচ্ছে কথা জানালেও, এও বলেন, 'ক্রিকেট মাঠের দৌড় আর ম্যারাথনে দৌড় কিন্তু এক নয়, আমাকে ভেবে দেখতে হবে।'

ভারতের হয়ে ২০ বছর ধরে প্রতিনিধিত্ব করা ঝুলন গোস্বামীর নামে এবার স্ট্যান্ডের নাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএবি। ইডেন গার্ডেন্সের 'বি' ব্লকের নাম বদলে সেটার নাম দেওয়া হবে ঝুলন গোস্বামীর নামে। ২০২৫ সালে ঝুলন গোস্বামী স্ট্যান্ড আত্মপ্রকাশ করবে। তার আগেই বছর শেষে ঝুলনকে শহর কলকাতার রাজপথে দৌড়তে দেখা যায় কিনা তাই দেখার।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মঞ্চ থেকে নবম টাটা স্টিল ম্যারাথনের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। যার ট্যাগ লাইন 'আমার কলকাতা সোনার কলকাতা'। উল্লেখ্য, মাস খানেক আগে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতার দিনক্ষণ। এই অনুষ্ঠানে আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়া হল, আগামী ১৫ ডিসেম্বর, শীতের কলকাতায় দৌড়বে দেশ, বিদেশের প্রায় ২০ হাজার অ্যাথলিট। যাঁদের সঙ্গে জুড়ে যাবে সাধারণ মানুষের আবেগ বিশ্বের প্রথম অ্যাথলেটিক্স গোল্ড লেবেল ২৫কে-এর সঙ্গে। উদ্যোক্তারা জানালেন প্রায় সব ইভেন্টের কোটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাটা স্টিলের কর্পোরেট সার্ভিসেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট চাণক্য চৌধুরী, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক সিএমও নারায়ণ টিভি,প্রোক্যাম ইন্টারন্যাশনাল এমডি বিবেক সিং। এই ইভেন্টে থাকছে ২৫কে ও ১০কে রান। এর সঙ্গে একইদিনে বিজয় দিবস পড়ে যাওয়ায়, থাকছে বিজয় দিবস ট্রফি। যার লড়াই হবে ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান নেভি ও ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের মধ্যে। সেরা তিন দল পাবে ৭৫,০০০, ৬০,০০০ এবং ৪৫,০০০ টাকা করে। এই ইভেন্টে থাকবে পুলিশ কাপের ৭৫ পুরুষ ও ২৫ মহিলা দলের প্রত্যেকটি থেকে তিন জন করে প্রতিনিধি। যারা ১০কে রানে অংশ নেবেন। যার মোট পুরস্কার মূল্য ১.৬৮,০০০ টাকা। এদিনই হয়ে গেল জার্সি উদ্বোধন। ১৫ ডিসেম্বরের সকালে দৌড়বে কলকাতা, সেই অঙ্গীকারই ছিল এই অনুষ্ঠানে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মঞ্চে টাটা স্টিল ম্যারাথনের জার্সি উন্মোচনে ঝুলন গোস্বামী সহ অন্যান্য অতিথিরা।

ঝুঁকি নিয়েও জয় অধরা গুকেশের, দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠ ম্যাচও ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঝুঁকি নিয়েছিলেন ডি গুকেশ। দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচে ২৬ চালের পর গুকেশকে ড্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়েন ডিং লিরেন। কিন্তু চিনের দাবাড়ুর প্রস্তাব মানেননি গুকেশ। হারের আশঙ্কা থাকলেও তিনি খেলা চালিয়ে যান। একটা সময় কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। ৪৬ চালের পর ড্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন দুই দাবাড়ু। ফলে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠ রাউন্ডের পর দু'জনেরই পয়েন্ট ৩। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চলছে।

এই ম্যাচে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেন লিরেন। লন্ডন সিস্টেমে শুরু করেন তিনি। প্রথম থেকে দ্রুত চাল দিচ্ছিলেন লিরেন। অন্য দিকে গুকেশ অনেক ভেবে চাল দিচ্ছিলেন। প্রথম ২০টি চালের জন্য সাত মিনিট নেন লিরেন। গুকেশ প্রথম ২০টি চাল দিতে সময় নেন ৫৩ মিনিট। সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল গুকেশের। কিন্তু তাড়াহুড়ো করেননি তিনি।

বোর্ডে অনেক সময় চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে দেখা গিয়েছে গুকেশকে। তিনি যখন সময় নিচ্ছিলেন তখন লিরেনকে দেখা যায় বোর্ড ছেড়ে উঠে যেতে। তাঁর জন্য বরাদ্দ ঘরে বসে কলা খান তিনি। সেখানে বসেই পরের চালের পরিকল্পনা করেন। যদিও ২১তম চাল দেওয়ার আগে সমস্যায় পড়েন লিরেন। প্রায় ৩০ মিনিট নেন তিনি। গুকেশ শুরুতে সময়ে পিছিয়ে পড়লেও লিরেন সময় নেওয়ায় তা প্রায় সমান হয়ে যায়।

২৬তম চালে গুকেশকে ইশারায় ড্রয়ের প্রস্তাব দেন লিরেন। তিনি তিন বার একই চাল দেন। গুকেশও যদি তাই করতেন তা হলেই ফিডে-র নিয়মে খেলা ড্র হয়ে যেত। কিন্তু গুকেশ তৃতীয় চাল আলাদা করেন। পিছিয়ে থেকেও গুকেশের সেই চাল দেখে অবাক হয়ে যান লিরেন। প্রতিপক্ষের দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তিনি।

প্রথম ৪০টি চালের মধ্যে গুকেশকে তাঁর শেষ ১০টি চাল দিতে হত ২৪ মিনিটের মধ্যে। তার পর থেকে আরও ৩০ মিনিটের খেলা শুরু হত। ৩৪ ও ৩৬তম চালে ভুল করে ফেলেন লিরেন। ফলে গুকেশের সামনে একটা সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু সময় কম থাকায় দ্রুত চাল দিতে হত তাঁকে। বেশি ভাবার সময় পাননি ভারতীয় দাবাড়ু। শেষ পর্যন্ত ৪৬ চালের পর দু'জনেই বুঝে যান আর জেতা সম্ভব নয়। ড্রয়েই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁরা।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সাধারণত ১৪ রাউন্ডের ক্লাসিক্যাল খেলা হয়। জিততে গেলে অন্তত ৭.৫ পয়েন্ট পেতে হবে।

যদি ১৪ রাউন্ডের আগেই কেউ ৭.৫ পয়েন্ট পেয়ে যান তা হলে সেখানেই খেলা শেষ হয়ে যাবে। আর ১৪ রাউন্ডের পর দুই প্রতিযোগীই যদি ৭ পয়েন্ট করে পান তা হলে টাইব্রেকার শুরু হবে। সেখানে র্যা পিড ও ব্লিৎজ খেলা হবে। আপাতত দুই প্রতিযোগীই ৩ পয়েন্ট করে পেয়েছেন। আরও অন্তত আটটি রাউন্ড বাকি। সোমবার বিশ্রাম। মঙ্গলবার সপ্তম রাউন্ডের ম্যাচে নামবেন গুকেশ ও লিরেন।

শচীনকে ছাড়িয়ে গেলেন রুট

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান শচীন টেন্ডুলকারের;১৫৯২১। ভারতীয় কিংবদন্তির এই রেকর্ড যদি কেউ ভাঙতে পারেন, সেটা জো রুট হবেন বলে মনে করেন অনেকে। ৩৩ বছর বয়সী রুটের বর্তমান রান ১২৭৭৭।

তবে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের একটি রেকর্ডে এরই মধ্যে টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলছেন রুট। চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক এখন এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। চতুর্থ ইনিংসে ১৬২৫ রান নিয়ে এত দিন শীর্ষে ছিলেন টেন্ডুলকার। আজ সকালে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৮ উইকেটে জয়ের ম্যাচে অপরাজিত ২৩ রানের ইনিংস খেলার পথে টেন্ডুলকারকে টপকে গেছেন রুট। তাঁর রান এখন ১৬৩০।

এ দিন রুট শুধু টেন্ডুলকারকেই নন, পেছনে ফেলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ এবং ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও রুটের একসময়ের সতীর্থ স্যার অ্যালিস্টার কুককেও। চতুর্থ ইনিংসে স্মিথ,কুক দুজনেরই রান ১৬১১ করে। ১৫৮০ রান নিয়ে এ দুজনের পরেই আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিবনারায়ণ চন্দরপল।

চতুর্থ ইনিংসে শীর্ষ পাঁচজন রান সংগ্রাহকের মধ্যে টেন্ডুলকার, স্মিথ, কুক ও চন্দরপল অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন। তাই রুটের সামনে রেকর্ডটা অন্যদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।

বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান সাকিব আল হাসানের ৮৮০। সাকিবের চেয়ে মাত্র ১ রানে পিছিয়ে মুশফিকুর রহিম। সাকিব আর কখনো বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পারবেন কি না, সংশয় আছে। তাই মুশফিক অচিরেই সাকিবকে টপকে যেতে পারেন।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট ছিল রুটের ক্যারিয়ারের ১৫০তম। কিন্তু মাইলফলক ছোঁয়া টেস্টের শুরুটা ভালো হয়নি তাঁর। প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের অভিষিক্ত পেসার নাথান স্মিথের বলে আউট হন ০ রানে। তবে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে তো দিয়েছেনই, টেন্ডুলকারের দীর্ঘদিনের রেকর্ডটা নিজের করে নিয়েছেন। তা,ও আবার দ্রুতই। টেন্ডুলকার চতুর্থ ইনিংসে ১৬২৫ রান করেছেন ৬০ ইনিংসে, রুট ১৬৩০ রান করেছেন ১১ ইনিংস কম খেলে;৪৯ ইনিংসে।

তবে ব্যাটিং গড়ের হিসাব করলে শীর্ষ পাঁচজন রানসংগ্রাহকদের মধ্যে রুট এখনো পিছিয়ে। এ ক্ষেত্রে এগিয়ে গ্রায়েম স্মিথ। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা স্মিথের চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং গড় ৫১.৯৬। দল জিতেছে;এমন টেস্টগুলোর চতুর্থ ইনিংসেও স্মিথের রানই সবচেয়ে বেশি; ১১৪১।

দলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ার ম্যাচে কমপক্ষে ১০০০ রান স্মিথ ছাড়া আর কারও নেই। এই তালিকায় রুট শীর্ষ দশেও নেই। ইংল্যান্ডের জেতা ম্যাচের শেষ ইনিংসে রুটের রান এখন পর্যন্ত ৬২৫, গড় ১০৪.১৬। জেতা ম্যাচের গড়ের দিক থেকে সবার ওপরে উইলিয়ামসন;১৭০.৫০, রান সংখ্যা ৬৮২।

স্মিথ আরেকটি জায়গায় ব্যতিক্রম। চতুর্থ ইনিংসে শীর্ষ পাঁচ রানসংগ্রাহকদের মধ্যে চারজন শুধু দেশের হয়ে খেলেছেন। স্মিথ তাঁর দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও একটি টেস্ট খেলেছেন আইসিসি বিশ্ব একাদশের হয়ে।

টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বল খেলার দিক থেকে সবার ওপরে রাহুল দ্রাবিড়ের নাম। টেস্টের শেষ ইনিংসে রেকর্ড ৩৯৯৮ বল সামলে দ্রাবিড় বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন তাঁকে 'দ্য ওয়াল' ডাকা হতো।

চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডটা যৌথভাবে কেইন উইলিয়ামসন ও ইউনিস খানের, ৫টি করে। উইলিয়ামসন ও ইউনিস তাঁদের দেশ নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ টেস্ট রান সংগ্রাহকও।

চতুর্থ ইনিংসে ৪টি করে সেঞ্চুরি আছে চারজনের;ভারতের সুনীল গাভাস্কার, অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং, ওয়েস্ট ইন্ডিজের রামনরেশ সারওয়ান ও দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রায়েম স্মিথের। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চতুর্থ ইনিংসে ১টির বেশি সেঞ্চুরি কারও নেই। একবার করে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন সাতজন।

টেস্টের শেষ ইনিংসে ফিফটি সবচেয়ে বেশি চন্দরপল, ক্রিস গেইল ও গ্রায়েম স্মিথের; তিনজনেরই ১৩টি করে। শেষ ইনিংসে কমপক্ষে ১০ বার ব্যাট করেছেন;এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ গড় দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রুস মিচেলের; ৮৯.৮৫। চতুর্থ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ২০ বার অপরাজিত ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডেসমন্ড হেইন্স।

বিশ্বকাপ আয়োজক হিসেবে সর্বোচ্চ নম্বর পেল সৌদি আরব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে একমাত্র বিডার ছিল সৌদি আরব। তাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও তারাই যে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে, সেটা নিশ্চিত। গতকাল সৌদি আরবের বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ফিফা।

মানবাধিকার ইস্যুর কারণে সৌদি আরব নিয়ে অনেকের আপত্তি থাকার পরও তাদেরকে ৫,এর মধ্যে ৪.২ দিয়েছে ফিফা, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

ফিফা জানিয়েছে, ২০৩৪ বিশ্বকাপে মানবাধিকারের ঝুঁকি 'মধ্যম'। ফুটবলের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থার দাবি, সংস্কারের জন্য এটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। যেসব সংগঠন সৌদি আরবের বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আপত্তি তুলেছিল, তারা ফিফার এমন মূল্যায়নকে তিরস্কার করেছে।

তেলসমৃদ্ধ দেশটির বিশ্বকাপ আয়োজনে এখন অবকাঠামোই প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিশ্বকাপে খেলা হবে ২৩টি স্টেডিয়ামে। এর মধ্যে একটি নির্মাণের অপেক্ষায় কিং সালমান স্টেডিয়াম, যার দর্শক ধারণক্ষমতা হবে ৯২ হাজার।

এখানেই হবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচ। এই স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০৩২ সালে। এ ছাড়া ২০২৭ এশিয়ান কাপকে সামনে রেখে আরও ৩টি স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হওয়ার কথা আছে।

যদিও ফিফা দাবি করেছে, অবকাঠামোগত কাজ চলমান হলেও সৌদির প্রস্তাবে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের প্রতিশ্রুতি আছে। পাশাপাশি পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়েও ঝুঁকি কম। তবে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতে পারে উল্লেখ করে খেলার সময় নিয়ে উচ্চ ঝুঁকির কথা স্বীকার করেছে ফিফা। সে কারণে সম্ভাব্য কোনো সূচি এখনো ঠিক করা হয়নি। বিশ্বকাপ আবহাওয়ার কারণে শীতের সময়ে হতে পারে।

এ ঘটনা ঘটেছিল সর্বশেষ কাতার বিশ্বকাপেও। বিশ্বকাপের জন্য সেরা সময় বেছে নিতে সৌদি আরবের সঙ্গে ফিফা কাজ করবে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

২০৩০ বিশ্বকাপ হবে তিনটি মহাদেশে।

এই বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য ন্যূনতম যে প্রয়োজনীয়তা, তা আয়োজক দেশগুলো পূরণ করলেও, পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, জানিয়েছে ফিফা। ২০৩০ বিশ্বকাপে আয়োজক থাকবে স্পেন, পর্তুগাল, মরক্কো। তবে শতবর্ষী এই বিশ্বকাপের শুরুর ৩ ম্যাচ হবে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে।

ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকাপ আয়োজকদের নাম ঘোষণা করবে ১১ ডিসেম্বর।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**